কৌলীন্যপ্রথা।

শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সম্বলিত, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জাতির

সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড-

কর্তৃক সংগৃহীত।

পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বরিশাল বিবাহ পণ নিবারণী-সভার সহকারী সম্পাদক

শ্রীগঙ্গাচরণ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বরিশাল—আদর্শ যন্ত্রে,

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

১৩১৪ সাল।

মূল্য ॥০ আনা।

সূচীপত্র।

বন্দে মাতরম্।

বর্ত্তমান বঙ্গের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ
ও
কৌলীন্যপ্রথা।

গ্রন্থের আবশ্যকতা।

জগতে প্রত্যেক মনুষ্য-সমাজেই নানা সম্প্রদায়ের ও নানা ণীর লোক বিদ্যমান আছে এবং উহার মধ্যে ব্যক্তিগত কর্ম্মানুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সংখ্যানুসারে তাহাদের াধিক নেতাও বিদ্যমান আছে; ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে তিভেদের বিশেষ প্রাবল্য থাকায় হিন্দুগণ যেরূপ নানা ণীতে আখ্যাত, এরূপ শ্রেণী-বিভাগ অপর কোন জাতিতে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুগণ মধ্যে ব্যবসায় অনুসারেও বহুতর শ্রেণী-ভাগ হইয়াছে এবং তাহাদের স্ব স্ব ব্যবসায় অনুযায়ী উহার একটী নামাকরণ হইয়াছে; যথা মালাকার, কুম্ভকার, তৈলিক ্যাদি। ইহা ব্যতীত উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও চিকিৎসার জন্য বৈদ্য, ীবৃত্তির জন্য কায়স্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি স্বঃ স্বঃ বৃত্তিমূলে কাল হইতে হিন্দু সমাজে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে প্রাদেশিক নাম অনুসারে কয়েকটী নাম আছে
যথা রাঢ় দেশের নামানুসারে রাঢ়ীয় শ্রেণী, বরেন্দ্র দেশে
নামানুসারে বারেন্দ্র শ্রেণী প্রভৃতি নামে শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে
এই রাঢ়ীয় শ্রেণী ও বারেন্দ্র শ্রেণী আবার নানাভাগে বিভক্ত
উক্ত রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ বিষয়ক আলোচনা নিয়াই এই গ্
পুস্তিকার অবতারণা হইতেছে। রাঢ়ীয় শ্রেণী বর্ত্তমানে প্রধান
তিন ভাগে বিভক্ত; যথা বংশজ শ্রোত্রীয় ও কুলীন। উক্ত তি
ভাগ মধ্যেও বহুতর শাখা প্রশাখা বিদ্যমান আছে; যথা বংশজগণে
মধ্যে (১) আদি বংশজ (২) গৌণ বংশজ (৩) কুলীন ভা
বংশজ। শ্রোত্রীয়গণের মধ্যেও মূল শ্রোত্রীয় ও কষ্ট-শ্রোত্
এই দুই ভাগে বিভক্ত উক্ত কষ্ট-শ্রোত্রিয়গণ আবার চারি শ্রেণী
বিভক্ত যথা—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। কুলীনগণ প্রধান
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা নিকষ কুলীন ও ভঙ্গ কুলীন। উক্ত উ
শ্রেণীই আবার মূল ৩৬টী অংশে বিভক্ত; ইহার সমষ্টির না
মেল; প্রোক্ত ৩৬টী মেল নিকষ কুলীন ও ভঙ্গ কুলীন উ
দলেই বিদ্যমান আছে। এই সকল পূর্ব্বতন সামাজিক কত
গুলি পদ্ধতি সমগ্র হিন্দুসমাজ দূরের কথা, সমগ্র ব্রাহ্মণ সম্প্র
দূরের কথা একমাত্র রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের অস্থি মজ্জা
হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল কতকগুলি সামাজিক কু-
প্রচলিত থাকায় উহার ফলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে গিয়াছে; যে
বঙ্গদেশে (পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে) রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণদেরই প্রাদু
বেশী এবং নানাবিধ কার্য্যে অধিকাংশ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ

দীপর নেতা ছিলেন ও আছেন। পুরাকালের কথা ধরিলে
রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাস্থ পশুপতি,ধোয়ী,শরণ,গোবর্দ্ধনাচার্য্য
দেব প্রভৃতি পঞ্চরত্ন রামায়ণ প্রণেতা পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস,
দামঙ্গল রচয়িতা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, রাজা রামমোহন
য়, মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,
মানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীযুক্ত
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি
সংখ্যক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণই রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ বংশ-
ত। বঙ্গবাসী হিন্দুগণ মধ্যে অধিকংশ লোকই পূর্ব্বাপর
বিধ ব্রাহ্মণ কুলের নিকট নতশির ছিলেন ও আছেন, সুতরাং
দেশের উন্নতির বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করিলেই প্রথমতঃ
হেন রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ সমাজের সামাজিক কলুষতা দূরীভূত
রিয়া ইহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া
ড়িয়াছে। কি উপায়ে প্রাগুক্ত সামাজিক দোষগুলির সংশোধন
ইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচনা ও উপায় নির্দ্ধারণ করাই এই
ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারের উদ্দেশ্য ; এক্ষণ আমরা কতদূর কৃতকার্য্য
হইব, তাহা বলিতে পারি না। বর্ত্তমানে ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে
ব দুর্দ্দিন উপস্থিত, তাহাতে সমগ্র জাতির একতা ও পরস্পরের
প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।
সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির সামাজিক দলাদলি ভাঙ্গিয়া যাহাতে
পরস্পর একপ্রাণতা ও সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হয়, তাহার উপায় বিধান
করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেহেতু ব্রাহ্মণ সমাজের

উন্নতি ও একতা সম্বর্দ্ধিত না হইলে সমগ্র হিন্দু সমাজের কল্যাণ নাই। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কতকগুলি কুলগত সংস্কার উঁহাদের অস্থি মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রের সহিত ইহার যে কোন সংস্রব নাই, পক্ষান্তরে আমরা যে শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য করিয়া আসিতেছি; আমরা শাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া সাধ্যানুসারে উহার ভ্রম প্রদর্শন করিব।

উল্লিখিত বিষয় নিয়া পরলোকগত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কতিপয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, বহু বিবাহ প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বরিশালে বহুদিন পূর্ব্বে একটি বিবাহ পণ-নিবারিণী সভা স্থাপন হইয়াছিল; কিন্তু অযত্নে ও অমনোযোগে এবং অধিকাংশ লোকের সহানুভূতি অভাবে উহার অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। বঙ্গবাসী মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে, হিন্দু সমাজই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং বঙ্গবাসী বিভিন্ন জাতির সামাজিক কি রাজনৈতিক আন্দোলন ও উন্নতি সাধন করিতে হইলে বঙ্গের প্রধানতম হিন্দুগণই আশাস্থল। সেই হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সমাজের মস্তক স্বরূপ; অতএব এ হেন ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতি বিধান করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য; নচেৎ যে সমাজের নেতাগণই দুর্ব্বল সে সমাজ পৃথিবীতে কতদূর কার্য্যকরী শক্তি প্রকাশ করিতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নানা কারণে অনুপযুক্ত, তথাকার ছাত্রগণ কিরূপ বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রবীণ চিকিৎসকগণ অগ্রে রোগীর রোগের আনুপূর্বিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরে ঔষধির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে সামাজিক ত্রুটিগুলির চিন্তা করিয়া তৎসংশোধনে কার্য্যকরী শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে, নচেৎ শুধু পুস্তক পড়িয়ে কি বক্তৃতা শ্রবণ করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। সমগ্র হিন্দু সমাজকে একতাসূত্রে বন্ধন করিতে হইলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি এক একটি জাতি বা শ্রেণীর সংস্কারে মনযোগী হইতে হইবে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহা উপলব্ধি হইবে যে, হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রকর্তা ব্রাহ্মণকুলের কতকগুলি সামাজিক শাস্ত্রবিগর্হিত দলাদলির অপনোদন হইলে, সমগ্র সমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বলীয়ান্ হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমানে যদিও প্রকাশ্য সভা সমিতিতে সাধারণে সম্মিলিত হইয়া একতা ভাবব্যঞ্জক-প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে মেঘোন্মুক্ত সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, তাহা অনেকে মনে করেন না। এখনও গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে যে ভাবে লোকে পুত্র কন্যার বিবাহ ব্যাপারে এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্য উপলক্ষে যে প্রকার দলাদলির সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাতে তত্তৎস্থানীয় লোকের মধ্যে সর্ব্বত্রই অহি-নকুল ভাব পরিলক্ষিত হয়। এবম্বিধ দলাদলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত আছে, এক শ্রেণী পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, অপর শ্রেণী সাময়িক উৎপন্ন ও আত্ম-কলহীয়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বংশজ, শ্রোত্রীয়, কুলীন প্রধানতঃ তিনটি দলের মধ্যে বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরুষানুক্রমিক

দলাদলি আছে। এতদ্ভিন্ন সময় সময় ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যানুসারে সাময়িক তর্ক বিতর্কে কেহ কেহ প্রায় একঘ'রে হন, কিছুকাল পরে নানারূপ কৌশল-জাল ও অর্থদ্বারা উক্তরূপ একঘ'রের হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন; ইহাকেই সাময়িক দলাদলি বলা যায়। বর্ত্তমানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর পুরুষানুক্রমিক দলাদলির অস্তিত্ব যাহাতে প্রথমতঃ সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক বিলুপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য শাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদির উল্লেখ করিয়া কৌলীন্য প্রথা সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থের সারমর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ঐ সকল বিবরণ ব্যাখ্যা করিতে হইলে স্বতঃই শ্রুতিকটু বোধ হইবে। যেহেতু কোন বিষয়ের কোন দূষণীয় অংশের আলোচনা করিতে হইলে প্রাগুক্ত দোষে লিপ্ত ব্যক্তিগণ প্রতি আংশিকভাবে কটাক্ষ না করিয়া পারা যায় না। আশা করি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজ ইহা গ্রন্থকারের বিদ্বেষভাব প্রণোদিত মনে না করিয়া তাহাদেরই হিতার্থ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইক্ষুদণ্ড হইতে যে সুমিষ্ট রস প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অবশেষে উৎকর্ষানুসারে যদ্দ্বারা মিছ্‌রি প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, তাহাকেও প্রথমতঃ ঘানি গাছে ফেলিয়া নিষ্পেষিত না করিলে উহার রস বহির্গত হয় না। অধিকাংশ কুলীনগণ বহুদিন হইতে পুরুষ-পরম্পরা ইহাকে যেরূপ সম্ভ্রম মনে করিয়া আত্ম-সুখে আত্মহারা হইয়া আসিতেছেন, তাহাতে ইহাদিগকে অন্ততঃ দু' একটি কটূক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি না করিলে অকৃত অকরণীয় কার্য্যগুলির প্রতি ঘৃণা বা ক্রোধের উদ্রেক হইবে কেন? যদি ইহাতেও কেহ একান্তই

আপত্তি উত্থাপন করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন—

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণমিবত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনাঃ॥ মনু।

অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত উপদেশ বাক্য বালক হইতেও গ্রহণ করিবে বং অযুক্তিযুক্ত কথা ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত হইলেও তাহা ণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

ইতিপূর্ব্বে কৌলীন্য প্রথার সংশোধন করিয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ াজকে রক্ষা করার জন্য অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ চেষ্টা রিয়াছেন, উহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এ বিষয়ে কতিপয় মহাত্মার চকার্য্য এস্থলে উল্লেখ করিলাম—

(১) প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু বিবাহ গ্রন্থের ও ২য় খণ্ড।

(২) কলিকাতা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার কৌলীন্য প্রথা ম্বক বক্তৃতা।

(৩) ফরিদপুর কৌলীন্য সংশোধন সভার পুস্তক।

(৪) মাননীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ১২৭৫ সালের লীী সংশোধন পুস্তক।

(৫) স্বর্গীয় রামচরণ শিরোরত্ন প্রণীত শুভবিবাহ।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল সংবাদপত্রে ইহার সংস্কারে মনোযোগী ত বলা হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ত্ত হইল; যথা—

(১) ঢাকা প্রকাশ ১২৮১ সাল ৪র্থ সংখ্যা।

(২) ঢাকা প্রকাশ ১২৮২ সাল ৩৯ সংখ্যা।

(৩) অমৃত বাজার ১১৮৩ সাল ২০ সংখ্যা।

(৪) ভারত সংস্কারক পত্রিকা ১২৮৩, ১২শ সংখ্যা।

(৫) ঢাকা প্রকাশ ১২৮৪, ২৪ সংখ্যা।

(৬) হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা ১২৮৫, ২য় সংখ্যা।

(৭) ১৮৭৭ সালের ১৩ই আগষ্টের ঢাকা ইষ্ট (East)

(৮) ১২৮৬ সালের ৩৯ সংখ্যা ঢাকা প্রকাশ।

(৯) " ৪৭ সংখ্যা ঢাকা প্রকাশ।

(১০) কলিকাতা পাথরিয়াঘাটা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতে অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের পত্র (সম্বৎ ১৯১৮)।

উক্তরূপ পুস্তিকা প্রচার এবং সংবাদ পত্রাদিতে সমালোচনা ব্যতীত পরলোক গত প্রসিদ্ধ কুলীন কুলের ফুলিয়া মেল সম্ভূত মাননীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং বরিশাল—রায়েরকাঠি নিবাসী স্বর্গীয় মাধবনারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয় লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণরজেনরেল সাহেবের কাউন্সিলে ক্রমিক দুইটি মেমোরিয়েল প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে গবর্ণরজেনরেল বাহাদুর "ইহা হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষের সামাজিক দলাদলি, গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়," এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।* ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল বিবাহপণ নিবারণী

* পরিশিষ্টে উক্ত আদেশ সন্নিবেশিত হইল।

হইতে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের যোগে ভারতগবর্ণমেণ্টদ্বারা এই কু-
ার বিরুদ্ধে এক আইন করার জন্য বরিশাল জিলাবাসী বহুতর
লোকের স্বাক্ষরিত এক মিমোরিয়েল প্রেরিত হইয়াছিল।
প্রদেশের বঙ্গে সহরের বিখ্যাত রাধাকান্ত মহোদয় এই কু-
র বিলোপ সাধন জন্য বরিশালে অনেক সহানুভূতি ও
ত্বিক আগ্রহসূচক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃই
দ্ধি হইবে যে, কৌলীন্য প্রথা গুণগত না হইয়া বংশগত
য় এবং মেল বন্ধনের বিষময় ফলে বঙ্গের ব্রাহ্মণ কুল
ত্বিক অত্যাচারে কিরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছিল তাহা বলিয়া
করা যায় না। উহার কার্য্যাবলী এতদূর অসহনীয় যে
ক্ত কোন কোন নেতা বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টকে এই
কিংকর সামাজিক দলাদলিকে আইনের দ্বারা নিবারণ
ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বঙ্গের অপরা-
নেক মহাত্মাও এ বিষয় নয়শো-রূপায়া, কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব,
ন্তু মহিমা, শুভ বিবাহ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া গিয়া-
*প্রাতঃস্মরণীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি
াস গ্রন্থে উপন্যাসচ্ছলে কুলীন কুমারীর দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ
াছেন; কবিবর হেমচন্দ্র তদীয় গ্রন্থাবলীতে বিলাপচ্ছলে
কুমারীর দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব
ন প্রাচীন ব্যক্তিগণের আগ্রহ ও অভিলাষের প্রতি অনুধাবন
ন বর্ত্তমান সময় বঙ্গের দেশ, কাল, পাত্র ও রীতিনিতীর
বিক সুবিধা অসুবিধার প্রতি বিশুদ্ধ লক্ষ্য করিয়া

দেখিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এহেন কৌলীন্যপ্রথা উঠিয়া যাওয়া
যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, বোধহয় তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ হইবে
না। এ বিষয়ে সমাজস্থ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ না হওয়া
আর এক প্রধান কারণ এই যে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের প্র
পনর আনা লোক কৌলীন্যপ্রথা ও তন্মধ্যস্থ মেল বন্ধন
তন্মূলে কন্যা বিক্রয় প্রভৃতির সৃষ্টি রহস্য অবগত নহেন। আমা
সাধ্যানুসারে প্রাচীন মিশ্রকৃত কুলগ্রন্থ, কুলরমা, কুলসারসংগ্র
সম্বন্ধনির্ণয়, মেলমালা এবং শাস্ত্রীয় অপরাপর পুস্তক হইতে
ইহার তত্ত্ব বাহির করিয়া উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই ক্ষু
পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়
আমরা হেনরীর চৌদ্দ পুরুষ মুখস্থ বলিতে পারি, আকব
বাবরের বংশাবলী যখন তখন প্রকাশ করিতে পারি, আমে
রিকার মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ্য কত তাহা বলিয়া দিতে পারি
কিন্তু আমি কোন্ বংশে জন্মিলাম, আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম
এখন কি হইয়াছি; আমার প্রপিতামহের নাম কি? তা
অবগত নহি। ইহা হইতে নৈতিক ও সামাজিক অধঃপত
আর কি হইতে পারে? যতদিন আমরা আমাদের আপন ব
গৌরবের কথা জানিতে না পারিব, যতদিন আমরা আমাদে
পূর্ব্ব পুরুষগণের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম না করিব, যতদিন আমাদে
আত্মসম্মানের ও আমার আমিত্বের প্রতি দৃষ্টি না পড়িবে, ততদি
আমাদের উন্নতি সুদূর পরাহত থাকিবে। আমরা ঘরের লোক
যতদিন ভাল না বাসিব, তাঁহাদের কি গুণপনা ছিল তাহা
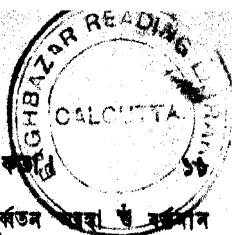
তি দৃক্‌পাত না করিব এবং পূর্ব্বতন অবস্থা ও বর্ত্তমান
হার তুলনা করিয়া যতদিন উহার সংস্কারে মনযোগী না হইব
দিন আমাদের উন্নতির চেষ্টা মরুভূমিতে শিশির সম্পাত
আর কিছুই হইবে না। যে ব্যক্তি আপন আত্মাকে, আপন
রকে, আপন বংশকে ও আপন জাতিকে ভাল না বাসে
ং তাহার ভাল মন্দ সুখ দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করে, তাহা-
া জগতে কোন কার্য্য হইতে পারে না। আমি যদি অত্ত আহার
করিয়া আপন শরীরটি অবসন্ন করিয়া রাখি, তাহাহইলে
য়ই অত্ত আমার দ্বারা অপর কেহ কোন কায পাইবেনা।
তে প্রথমতঃ প্রত্যেকের নিজের, তৎপর পারিবারিক লোকের,
পর নিজ সমাজের তৎপর গ্রাম্য সমাজের, তৎপর জিলার,
র প্রাদেশিক লোকের সুখ সমৃদ্ধি বিধান করিতে অগ্রসর
তে হয়। আমি কে? ইহাই যদি আমার নিজের অজ্ঞাত
ক, তাহাহইলে তাহাদ্বারা পরকার্য্য কি প্রকার সুসম্পন্ন হইতে
বে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমান সময় সমাজ সংস্কার
হইলে আমাদের কিছুতেই কল্যাণ নাই। অন্দর খণ্ডের
হান আবর্জ্জনা পূর্ণ রাখিয়া শুধু বহির্ভাগ পরিষ্কার করিলে
া ক্ষণস্থায়ী দ্রষ্টব্য কার্য্যে পরিণত হইবে মাত্র; উহাদ্বারা প্রকৃত
প্রাপ্তির কোন আশা করা যায় না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে
তকগুলি লোক আছে, তাহারা বিবাহ করার জন্য জীবনের
অধিকাংশ কাল নানারূপ অসদুপায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া যদিও
৭০০৲।৮০০৲টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিলেন, কিন্তু তাহার শেষ

ফল এই হইল যে, একটী বাল-বিধবা অথবা একটী অপোগণ্ড।
সন্তান রাখিয়া ইহলীলা শেষ করিলেন, তৎপর ঐ অপোগণ্ড।
কোন কারণে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইলেও দারি
নিষ্পেষণে তাহার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইল না এবং (
উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক দাঁড়াইল না, ফলে তাহার অল্পচি
যৌবনে জরা আসিয়া আক্রমণ করিল এবং অতিকষ্টে কো
পাচকের কার্য্যাদি করিয়া ভবেরলীলা সাঙ্গ করিল; এদিকে ব
গুলি অপরিণতবয়স্ক বালককে ৩।৪টী বিবাহ করান হই
তাহার শিক্ষা দীক্ষার কার্য্য এই খানেই শেষ করিল; যে
বালকের কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের উন্মেষ হইয়া
তিনি আদরে মাতুলবাড়ী থাকিয়া মাতুলের অন্নে পুষ্ট হ
শ্বশুরালয়ের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এ
মনে করিলেন আমার নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও স্বাবলম্ব
কোনও আবশ্যকতা নাই, যেহেতু আমার যাবতীয় ভার
মাতামহকুল নচেৎ শ্বশুরকুল বহন করিবে। সমাজ এখ
অধঃপতনের স্রোতে বহুকাল হইতে ভাসিতে ভাসিতে প্রায় মৃ
মহাসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; এখনও একটু নিদ্রাভঙ্গ হয় ন
এখনও একটু ফিরিয়া তাকান যায় না! আর্য্য ঋষিগণের নির্দে
মতে ভিন্ন গোত্রে বিবাহ ও তন্মূলে বিভিন্ন শুক্র শোণিতে স
দেহ ধারণ না হইলে অকালে স্বষ্টফল দ্বারা কোন কার্য্য হয় কি
বঙ্গদেশ কি ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে ভবিষ্য
উপযুক্ত সময় উপযুক্ত মতে যাহাতে ভাল সন্তান সন্ততি

তি সমাজের প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে; নচেৎ প্রকৃত
র আশা সুদূর পরাহত। চিকিৎসাশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক মতে
বিংশতি বর্ষের এ দিকে মনুষ্য কঙ্কাল পরিপক হয় না। বর্ত্ত-
অষ্টাবিংশতিবর্ষে অনেকে পৌত্রের মুখ অবলোকন করেন।
পৌত্রদ্বারা পৃথিবীতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? শাস্ত্র
ছেন—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং

ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষীয়াং ধর্ম্মেসীদতি সত্বরঃ॥ মনু ৯।৯৪।

শ বৎসর বয়স্ক বর দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে।
সর বয়স্ক বর অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে; ইহার
করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।

জ্ঞানিক মতে ও যুক্তিদ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে,
২২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন পুরুষের সন্তান হইলে,
ন কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না; অন্ততঃ একুশ
র এদিকে কোন পুরুষের সন্তান কামনা করা কর্ত্তব্য
আজকাল ষোল বৎসর বয়স্ক বালক ও ছেলের বাপ
; ছেলে কিন্তু ৩।৪ বৎসরেও হাটিতে পারে না, কেবল
হয়, আর কর্ত্তাঠাকুরাণী ৺ কালীকে পাঠা মানিয়া
; ফলতঃ কর্ত্তাঠাকুরাণী যদি ছেলের বিবাহের সময় কি
র একটু বিবেচনা পূর্ব্বক চলেন, তাহা হইলে আর
র জন্ত এত মানত করিতে হয় না। যদ্যপি হিন্দু সম্প্রদায়ের
শয় জাতি বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতির মধ্যেও এ ব্যাধি কুত্রাপি

দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণ সমাজ অপেক্ষা যৎসাম
বলিতে হইবে। কৌলীন্য প্রথার কল্যাণে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণমণ্ড
একদিকে যেমন শাস্ত্র ধর্ম্মের বিপর্য্যায় মতে কন্যাটিকে ঋতুম
করিয়া বিবাহ দিতেছেন, পক্ষান্তরে টাকার লোভে ছেলেগুলি
অল্পবয়সেই বিবাহ দিয়া ক্রমে সমাজকে সমাজ হীনবল কা
তুলিতেছেন; আমাদের পরিচিত কতিপয় যুবক ইহার অন্য
দৃষ্টান্তস্থল। এস্থলে যদি কেহ আপত্তি করেন, কৌলীন্য প্রথা ৮
শত বৎসর যাবতই চলিতেছে? তদুত্তরে আমরা বলিতে
তখনকার কোন পুরুষই এত অল্পবয়সে বিবাহ করিত না—ই
ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

আমরা আধুনিক মতের পক্ষপাতি নহি, অল্প বয়সে মে
বিবাহ দেওয়া কোনরূপ দোষাবহ নহে (এস্থলে অন্ততঃ ৯।১০বৎ
বয়স্কা বালিকার কথা বলিতেছি), কারণ একটা কথায় ব
"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাস্ ট্যাস্," ব
যখন নরম থাকে তখন উহাকে যেরূপ বাঁকান যায়, অপেক্ষা
শক্ত হইলে আর তদ্রূপ বাঁকান যায় না, বেশী পিড়াপিড়ী কা
হয়ত এককালীন ভাঙ্গিয়া যায়। অল্প বয়স্কা বালিকা বি
করিলে, তদ্দ্বারা যেরূপ সৎমনোবৃত্তিসম্পন্ন অপত্য লাভের আ
করা যায়; অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা বিবাহ করিলে তদ
তদ্রূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা; কিঞ্চিদূন দশমবর্ষে কন্যা পা
করিলে তখন হইতেই সাংসারিক অপরাপর বিষয় অভিজ্ঞ
সঙ্গে সঙ্গে অহঃরহঃ তদীয় ভর্ত্তার সংবাদাদি জ্ঞাপন কারন, স্ব

প্রতি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুক্কাইতভাবে একটি সাফু নাচিত প্রীতির আবির্ভাব হয়, ক্রমশঃ তিল তিল করিয়া উক্ত তি সংবর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে স্বামী কু-রূপ কি নির্গুণ হইলেও প্রতি অসন্তোষের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে; ইহা সন্দেহ। যদি হিন্দুসমাজে প্রাচীনকালের ন্যায় স্বয়ম্বরপ্রথা কি র্ব্ব বিবাহের নিয়ম প্রচলিত থাকিত তাহাহইলে অধিক বয়স্কার বিবাহ দোষণীয় গণ্য হইত না; ইদানিন্তন সমাজে উহার লন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ অল্পবয়স্কার বিবাহ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অষ্টম কি নবমবর্ষে ণ জাতির উপনয়ন সংস্কারের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, রও তাৎপর্য্য এই যে, বাল্যাবস্থায় বালকের কোমল মনো- সাংসারিক নানা বিষয় প্রধাবিত হওয়ার পূর্ব্বে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বপন করিলে তাহাতে সহজে অঙ্কুর হওয়ার প্রত্যাশা থাকে, ং পরিণত বয়সে যখন মনোবৃত্তি নানা বিষয়িনী চিন্তাদ্বারা হয়, তৎকালীন উক্ত চাঞ্চল্যচিত্তরূপ-আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থলে বীজ বপন করিলে তদ্দ্বারা অঙ্কুর উৎপন্নের কোন সম্ভাবনাই কে না; যদিও কাহারও কাহারও যৌবন কি প্রৌঢ় অবস্থায় বদুপাসনায় আসক্তি দেখা যায়, তাহারা সংসার তুফানের, নারূপ ঝঞ্ঝাবাতে ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া সংসারের প্রতি নানা রণে বীতশ্রদ্ধ হইলে প্রায়শঃ ঐরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া কেন; ইহা অহঃরহঃ সংঘটিত হয় না।

অতএব বালকের যেরূপ অল্প বয়সে উপনয়ন সংস্কারাদি

যারা ধর্ম্মের বীজ উপ্ত করা হয়, অল্প বয়স্কা বালিকাদেরও ি
সংস্কার হইলে তাহাদিগকেও তদ্বারা ভবিষ্যতে ধার্ম্মিকা হই
পথ উন্মুক্ত করা হয়; বিবাহকে যাহারা মাত্র ঐন্দ্রিক প্র
পরিতৃপ্তির আবশ্যকতা বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগের ি
মনুষ্যত্বে ও পশুত্বে কোন প্রভেদই লক্ষিত হইবে না। বি
একটী গুরুতর বিষয়, ইহা পরার্থের সূত্রপাত। বিবাহ
উভয়ের স্বার্থ একীভূত হইয়া পরার্থের সৃষ্টি করে। বর্ত্তম
হিন্দু সমাজে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কি স্বয়ম্বর প্রথার প্রচলন নাই
জাতির স্বাধীনতা নাই, হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতি তাহাদের ি
মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের স
অধীনা ও তাহাদের সামান্য অঙ্গুলী হেলনে ইহাদিগকে চি
হয়, এমতাবস্থায় কন্যাকে নানা বিষয় স্বাধীনতা শূন্য ও ক
শাসনের অধীন রাখিয়া যদি কন্যাকাল কি তৎসীমা অতি
করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সৎমনোবৃত্তিস
অপত্য লাভের আশা করা যায় না; যেহেতু কন্যাকাল অ
হইলে বালিকাগণ সংসারের ভাল মন্দ বুঝিতে পারে এবং প্র
বিত পাত্রের দোষ গুণ আলোচনা করিবার অধিকারিণী হ
সুতরাং মনোমত বরের সহিত বিবাহ না হইলে আজীবন
প্রতি আংশিক বিরক্তির কারণ বদ্ধমূল হয়, তদবস্থায় সৎম
বৃত্তিসম্পন্ন অপত্য লাভের আশা করা যায় না, ইহা নিশ্চি
যে সন্তানের মনোবৃত্তি ভাল না হয়, তদ্দ্বারাই সংসারে নানা
বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। ভাল লোকের ঔরসজাত সন্তান কখ

চোর হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ। দৃষ্টান্ত স্থলে ইহা দেখান যাইতে পারে যে, চন্দ্রকুমার চন্দ ও চন্দ্রকুমার স্মৃতিরত্ন উভয়েই এক ঈশ্বরের সৃষ্ট মনুষ্য; চন্দ্রকুমার চন্দ নিকট ১০০০৲ টাকার তোড়াটী থুইতে আপনি সাহসী হইবেন কি? পক্ষান্তরে চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য নিকট উক্ত টাকার তোড়া থুইয়া নিদ্রা গেলে সম্ভবতঃ আপনার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবে না। ইহাদ্বারা উপলব্ধি হইবে যে মনুষ্যের মনোবৃত্তি ভাল হইলে কদাচ তাঁহার অসৎপথে পরিচালিত হইবার অভিলাষ জন্মিতে পারে না; অতএব সৎমনোবৃত্তিসম্পন্ন অপত্য লাভের উপায় বিধান জন্য প্রবীণ ব্যক্তিমাত্রেরই যে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য, এ বিষয় বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

ভারতবর্ষের জলবায়ু ও ষড়ঋতুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সেই শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘন করিয়াই এতদূর অধঃপাতে গিয়াছি; নচেৎ পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে লোকের যেরূপ শারীরিক শক্তি ও পরমায়ু ছিল এক্ষণ বঙ্গবাসী তদপেক্ষা শতগুণ হীনবল কেন? নবদ্বীপের প্রাচীন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১১৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছিলেন, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও তাঁহার বিলক্ষণ চক্ষুর দীপ্তি ছিল, তখনও তিনি ছোট অক্ষর পড়িতে পারিতেন, আর আমাদের যুবকগণ আজ ১৫বৎসর বয়সেই চক্ষে চসমা ধারণ করিয়া বসেন, ইহা হইতে শেষ অধঃপতন আর কাহাকে বলে?

আমরা যতই আন্দোলন করিনা কেন মূল ভিত্তি ঠিক করি না পারিলে মূলে কিছুই হইবে না, অগ্রে নৌকার মাঝিকে হ দৃঢ়রূপে ধরিতে বলিয়া পরে মাঝিগণকে দাড় বাহিতে বলি গন্তব্য স্থানে রওনা হওয়া কর্ত্তব্য ; নচেৎ হাল দৃঢ়রূপে না ধরি নৌকা নিশ্চিতই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে এবং গন্তব্য স্থানে গমনের ব্যাঘাত জন্মাইবে ইহা নিশ্চিত। সমাজ এমন ভাবে সংস্ক করিতে হইবে যে—উপযুক্ত বয়সে পুত্র-কন্যার বিবাহ এবং বিবাহা প্রত্যেক অভিভাবক ও অভিভাবিকার শাসন ও সাবধানতাদ্বা যাহাতে সমাজে বলিষ্ঠ সন্তানের আগমন পন্থা প্রসারিত করিতে পারেন। পূর্ব্ববৎ শারীরিক সামর্থ্য বিধান ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হইলে, এই হীনবল জাতি অকালে লয় প্রাপ্ত হইবে। কি কারণে হিন্দু সমাজ এবম্বিধভাবে হীনবল হইতেছেন, নিম্নে তাহা কতিপয় কারণ নির্দ্দেশিত হইল।

(১) সমাজস্থ প্রবীণ নেতাগণের নিম্নলিখিত প্রকারে সমা সংস্কারে অমনোযোগিতা যথা—

(ক) দেশকাল পাত্রভেদে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ নির্দ্ধার না করা।

(খ) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলীন্য প্রথা এবং তদ্ঘটি মেল-বন্ধন কন্যাপণ, পুত্রপণ, শাস্ত্রোক্ত নিয়ম বহির্ভূত মে বিবাহ বিধান, কুলীন নামধারিগণের মাতামহ ও মাতুলাল স্থিতি ও স্বাবলম্বনের অমনোযোগিতা তন্মূলে নানা অভা নিবন্ধন মানসিক অশান্তি।

(১) বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি জাতির পুত্রগণ ও তন্মূলে মানসিক [illegible]।

(২) প্রাচীন হিন্দুদের ন্যায় স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা না করা [illegible] তাহা বন্ধ করিয়া সামাজিক স্বেচ্ছাচারিতা করা।

(৩) সকল শ্রেণীর লোকের কৈশোরে ও যৌবনে অত্যধিক [illegible]তা।

(৪) ব্যায়াম না করা। অথবা যেরূপ কার্য্যাদি করিলে [illegible] করার ফল হয় তদ্রূপ কার্য্য না করা।

(৫) শারীরিক শক্তির পরিচালনা স্থগিত রাখিয়া, মানসিক [illegible] অধিকতর পরিচালনা করা।

(৬) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উপযোগী পোষাকাদি ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদা হিম মণ্ডলের লোকের অনুকরণ করা।

(৭) পুরাকালের ন্যায় প্রাতে ও অপরাহ্নে কার্য্যাদি করিয়া [illegible] বিশ্রাম না করা।

(৮) অপরিণত বয়স্ক যুবকের প্রতি সাংসারিক ভারার্পণ ও [illegible] তাহাদের অন্নচিন্তা ও অর্থচিন্তা।

(৯) উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের হল্ চালন না করা, কৃষিকার্য্যে [illegible]যোগ ও আপন হাতে কার্য্য করিতে অতিরিক্ত অভিমান।

(১০) ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ না করা।

(১১) চাকরি প্রিয়তা।

(১২) ধান্য সিদ্ধ করিয়া সেই চাউল ভক্ষণ এবং ভাতের ফেণ [illegible]গ করিয়া সেই ভাত ভক্ষণ।

(১৩) কুইনাইন, পেটেণ্ট ঔষধ এবং ডাক্তারী ঔষধ উপযুক্ত খাদ্যের অভাব।

(১৪) স্বদেশজাত অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশস্থ প্রভৃতি বন্যজাত ঔষধের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন ও তদ্দ্বার সিক্ত না হওয়া।

(১৫) আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও নিদানোক্ত মতে ঔষধ অক্ষম ও অমনোযোগ এবং তাহা সেবন না করা।

(১৬) ভেজাল দ্রব্য ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ জিনিব অভাব।

(১৭) টীনের ঘরে বাস ও কেরোসিন্ তৈল ব্যবহার

(১৮) গো জাতির উন্নতি বিধ.ন না করা এবং বি স্বতের অভাব।

(১৯) দেশে অর্থাগমের উপায় বিধান না করা, দেশীয় অর্থ বিদেশীয় হস্তে অর্পণ।

(২০) পূর্ব্ববৎ সত্যে বিশ্বাস না থাকা এবং পরস্প তাহাদের কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন না করা।

(২১) অতিরিক্ত মামলা মোকদ্দমা ও অত্যন্ত প্রশ্রয়।

(২২) প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে অবহেলা এবং সংস্কৃত অভাবে সর্ব্বত্রে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ না করা ও প্রচার অভাব।

(২৩) ধর্ম্মে অনাস্থা, কৃত্রিম ভক্তি, শাস্ত্রোক্ত সন্ধ্যা

[illegible]ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য প্রথার লোপ, প্রাচীন নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ।

(২৫) অপরিণত বয়সে সাংসারিক ভার গ্রহণ ও স্ত্রীপুত্রদ্বারা ঘোর সংসারী হইয়া পড়া, পক্ষান্তরে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বিধান না করা ও উপায় বিধানের অভাব।

(২৫) উর্দ্ধরেতা এবং আজীবন কৌমার্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের অভাব।

(২৬) উপযুক্ত পরিমাণ নেতার অভাব।

উপরোক্ত ষড়বিংশতি প্রকার হেতুবাদকে হিন্দুদের হীনবলের যে কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বর্ত্তমান বঙ্গের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কৌলীন্য প্রথার আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। যেহেতু হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ জাতিই শাস্ত্রকর্ত্তা ও সমাজের [illegible] বিধায় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্কার না হইলে অপরাপর জাতির সমাজ সংস্কারে সুবিধা হইবে না; অতএব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজ কি কি কারণে অধঃপতিত হইয়াছেন, তাহার কতিপয় কারণ নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল।

(১) বল্লাল সেন যে গুণগত কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেন, কালক্রমে তদুদ্দেশ্যে না চলিয়া উহা বংশগত হওয়া।

(২) যেরূপ আবশ্যকতা নিবন্ধন মেল-বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার কতক দিন পরে তদ্রূপ আবশ্যকতা না থাকিলেও, ঐরূপ প্রথা বলবৎ রাখা।

(৩) কৌলীন্য প্রথা ~~ও মেল বন্ধন সংক্রান্ত প্রকৃত ইতিহাস~~

ও মিশ্রকৃত কুলগ্রন্থ প্রভৃতি সমাজস্থ পনর আনা লোকের
থাকা।

(৪) ব্যবসায় বহাল রাখিবার জন্য ঘটক সম্প্রদায়ের
রূপ ইতিহাস গোপন করিয়া রাখা।

(৫) পরস্পর সমদোষী বিধায় সংস্কার সম্বন্ধে স্বাধীন
অভাব।

(৬) দৈবাৎ কেহ সংস্কার করিতে সাহসী হইলেও অ
লোকের পৈশাচিক অভিমান রক্ষা মানসে প্রোক্ত সংস্কা
বিপক্ষতাচরণ করা।

উপরোক্ত ৬ষ্ঠ প্রকারের যে কারণগুলি প্রদর্শিত হইল,
৩য়, ৪র্থ প্রকারের লিখিত কৌলীন্য প্রথা ও তদ্ঘটিত মে
প্রথার ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে এই গ্রন্থে বর্ণন করিলা
উহার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, কৌলীন্য
যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিগর্হিত
তাহা সাধ্যানুসারে প্রদর্শন করিলাম। আশা করি, বঙ্গের
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত ক
ইহার সংস্কারে মনযোগী হইবেন; আর সম্ভবতঃ উহার প্রকৃ
অবগত হইলে সংস্কার করিতে স্বতঃই ইচ্ছুক হইবেন।
করি, সমাজস্থ প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাকে অবল
করিলেও দেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জাতির দুর্দ্দশা মোচনে আর
বিলম্ব করিবেন না; অলমতি বিস্তারেণ।

গ্রন্থকা

কৌলীন্যপ্রথা।

গ্রন্থারম্ভ।

কান্য কুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন।

অতীতের অদূরবর্ত্তীকালে এই বঙ্গভূমিতে "পাল" নাম-ধারী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একটি পরাক্রান্ত রাজবংশ বিদ্যমান ছিল। ঐ রাজবংশ ধ্বংসের পর আদিশূর নামে অভিহিত এক ক্ষত্রিয় বংশাত্মজ রাজা বঙ্গরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। তিনি তাৎকালীন এতদ্দেশবাসীকে বৌদ্ধভাবাপন্ন দেখিয়া, বিশেষতঃ তাৎ-প্র[illegible]ক বঙ্গজ ব্রাহ্মণদিগকে যাগ-যজ্ঞ কর্ম্মাক্ষম বিবেচনা করিয়া কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট পত্র প্রেরণ পূর্ব্বক * সস্ত্রীক পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং উঁহাদিগকে পাঁচখানি গ্রাম

নৃপতি সুকৃতি সারঃ স্বীয় বংশাবতারঃ
প্রবল বল বিগাবো বীরসিংহোঽতিধীরঃ
মহিবর সখি তাস্তে ভূমি দেবান্ সভৃত্যান্
পুনরপি নম গৌড়ে প্রাপয়ত্বং নিতান্তম্॥

* প্রবাদ আছে মহারাজ আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ করিবার জন্য পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনায়ন করেন। এজন্য আদিশূরের পত্রে পুনরপি শব্দ লিখিত আছে।

প্রদান পূর্ব্বক এদেশে বসতি করান। উক্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চ সম্বং (৯৪২ খৃষ্টাব্দে) আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে আগমন করে

কান্যকুব্জাগত।

যাজ্ঞিক পঞ্চ মহর্ষির নামাদি।

মহর্ষির নাম	গোত্র	জীবিকার্থ বাসস্থান	বর্ত্তমান নাম	তীর্থা চতু
(১) ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটি	পঞ্চকোটি (মানভূম)	কালী
(২) শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	কঙ্কগ্রাম	বাণকুণ্ডা (বাকুড়া)	অগ্রদ্বী
(৩) দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটি	কামকোটি (বীরভূম)	তর্ব্বীপ
(৪) বেদগর্ভ	সাবর্ণিক	বটগ্রাম	বড়গ্রাম (বর্দ্ধমান)	গুপ্তপ
(৫) ছান্দর	বাৎস্য	হরিকোটি গোপ ব্রহ্মপুরী	হরিকোটি গোপ মেদিনীপুর	ত্রিবে

প্রমাণং ;—

কান্যকুব্জ পতি ধীরঃ পত্রার্থে বিবৃতঃ সুধীঃ
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ।
গৌড়েশ্বর মহারাজ্ঞ রাজসূয় মনুষ্ঠিতং
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজাতয়।

* শ্রীমদাদিশূরো নব নবত্যধিক নবশতি শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানয়াম
ক্ষিতীশ বংশাবলী চরি

কালক্রমে ভট্টনারায়ণ হইতে ষোড়শ পুত্র, দক্ষ হইতে ষোড়শ শ্রীহর্ষ হইতে চারি পুত্র, ছান্দর হইতে অষ্ট পুত্র ও বেদগর্ভ ত দ্বাদশ পুত্র মোট সমষ্টিতে ৫৬টী সন্তান হয়।

প্রমাণং :—

ভট্টতো ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশো বেদগর্ভতঃ।
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দরাত্মুনেঃ॥

ধ্রুবানন্দ কৃতমিশ্রগ্রন্থঃ॥

উক্ত সন্ততিগণ—কান্যকুব্জাগত পঞ্চসাগ্নিক ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপ ত বলিয়া রাজা আদিশূর প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম ন করেন। প্রদত্ত গ্রামসমূহের নাম যথা ;—পূতিতুণ্ড, বন্দ্য- কুটী, পলসাই, পালধি, গাশ্চটক, মহিন্তা, কুশারী, বটব্যাল, মকলী ইত্যাদি। ঐ সকল গ্রামের নামানুসারে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ত ৫৬টি গাঞি আখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রাম হইতে ও গাও শব্দের অপভ্রংশেই "গাঞি" শব্দের উৎপত্তি ছে। বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, উক্ত ব্রাহ্মণ গণের বংশপরম্পরাই বর্তমান রাঢ়ীয় শ্রেণী নামে অভিহিত। উক্ত পঞ্চ মহর্ষির ৫৬ জন পুত্র ও ছান্দর মহর্ষির ৩ জন পৌত্র ৫৯ জনের এতদ্দেশে বাস করার জন্য রাজা আদিশূর যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে যে জিলার ও যে নার অন্তর্গত এবং বর্তমানে যে নামে অভিহিত, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

...র নাম	গাঁই বা গ্রাম	জিলা	বর্ত্তমান বা প্রসিদ্ধ নাম	মন্তব্য
বিকর্ত্তন	বটব্যাল	ঐ	বড়াল	প্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্ক পঞ্চাননের জন্মস্থান
...) নাল	বসুয়ারী	হুগলী	বসো	ধানখালীর নিকট
...) মধুসূদন	করাশক	বীরভুম	কড়াল	
...২) কোয়	কুশারী	বর্দ্ধমান	কুশডাঙ্গা	অম্বিকা কালনার ১ ক্রোশ দক্ষি।
...৩) বাসু	কুলকুলী	ঐ	কুলীগুধনী	মন্ত্রেশ্বর থানা
...৪) মাধব	কুলাকাশ	হাবড়া	কুলাকাশ	
...৫) মহামতি	দীর্ঘাঙ্গী	বর্দ্ধমান	দীর্ঘবাটী দীঘড়ে	বলাগড়ের নিকট
...৬) নীল	কেশরী	ঐ	কেশরা	শক্তিগরের নিকট

কাশ্যপ গোত্রসম্ভূত দক্ষের পুত্রাদির নাম ও গাই নির্ণয়

সংখ্যা ১৬ জন।

পুত্রের নাম	গাইবা গ্রাম	জিলা	বর্ত্তমান বা প্রসিদ্ধ গ্রাম	মন্তব্য
(১) ধীর	গুড়	হুগলী	গুড়োপ	মুর্শিদাবাদে ঃ গ্রাম আছে
(২) নীর	অম্বুলী	বর্দ্ধমান	আমুল	কাটোয়া মহ
(৩) জন	কোয়ারী	ঐ	কুওড়া	মন্তেশ্বর থানা
(৪) সুলোচন	চট্ট (চাটতি)	ঐ	কুচট্ট	
(৫) শম্ভু	তৈলবাটী	বাঁকুড়া	তিলাড়ী তৈলবাটী	বিষ্ণুপুরের নি
(৬) বনমালী	পাকড়াশী	বীরভূম	পাকুড়	E. I. R. ষ্টে তাল পরগণা
(৭) কৌতুক	পীতমুণ্ডী	ঐ	পীতমোড়া	পাকুরের নিক
(৮) জটাধর	পুষলী	মানভূম	পোষলা	
(৯) কৃষ্ণ	পোড়ারি	মুর্শিদা-বাদ	পোড়াবাড়ী	সাইতিয়ার নি
(১০) শশিধর	ভট্ট	বর্দ্ধমান	ভাটারা (ভাটকুলী)	থানা কালনা

পুত্রের নাম	গাঁইবা গ্রাম	জিলা	বর্ত্তমান বা প্রসিদ্ধ নাম	মন্তব্য
(১১) শুভ	ভূরিশ	হুগলী	ভুরসুট (ভুরিষ্ঠাল)	মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি, পাণ্ডুয়ার নিকট
(১২) কেশব	মূলগ্রামী	বর্দ্ধমান	মূলগ্রাম	মণ্ডলগ্রামের নিকট
(১৩) হরি	শিমলায়ী		শিমলায়ী	ভাগীরথী নদীর সন্নিকট
(১৪) কাক	হর	বর্দ্ধমান	হড়গ্রাম	সাতগেছে থানার অধীন
(১৫) পালু	পলশায়ী	মুর্শিদাবাদ	পলসাগ্রি	
(১৬) রাম	পালধি	বর্দ্ধমান	পালদী	

ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত শ্রীহর্ষের পুত্রাদির গাঞি নির্ণয়।

সংখ্যা ৪ জন।

পুত্রের নাম	গাইবা গ্রাম	জিলা	বর্ত্তমান বা প্রসিদ্ধ নাম	মন্তব্য
ধান্দু	মুখটী	বাঁকুড়া	মুকুটে	
জপ	ডিঙসায়ী	বর্দ্ধমান	ডিঙসা	রাণীগঞ্জ মহকুমা
রাম	রায়গ্রামী	ঐ	রায়গ্রাম	নাদনঘাটের নিকটবর্ত্তী
লাল	সাহড়ী	মুর্শিদাবাদ	সাহড়িয়াল	

সাবর্ণ গোত্র সম্ভূত বেদগর্ভের পুত্রাদির নাম ও গাই নির্ণয়

সংখ্যা ১২ জন।

পুত্রের নাম	গাই বা গ্রাম	জিলা	বর্ত্তমান বা প্রসিদ্ধ গ্রাম	মন্তব্য
(১) হল	গাঙ্গুলী	বর্দ্ধমান	গাঙ্গুলী	সাহগেছে প
(২) রাজ্যধর	কুন্দ	বাঁকুড়া	কুন্দী	
(৩) মাধব বা মুরারী	ঘণ্টেশ্বরী (ঘটাল)	মেদিনীপুর	ঘাটাল	মহকুমা
(৪) মদন	দায়ী	বর্দ্ধমান	ধেঁয়ে (আক-বরনগর)	মন্ত্রেশ্বর প
(৫) বিশ্বরূপ	নন্দী	মেদিনী-পুর	নন্দী	
(৬) গুণাকর	নায়রী		নীয়া, উনিয়া	অজয় নদীর হকুয়া ষ্টেসন ক্রোশ উত্তর
(৭) মধুসূদন	পারি		পারিগ্রাম	উক্ত জিলা ও পার্শ্ববর্ত্তী
(৮) রাম	পুংসিক (পুংকুণ্ড)	মেদিনী-পুর	পাঁশকুড়ো	

পুত্রের নাম	গাঁই বা গ্রাম	জিলা	বর্ত্তমান বা প্রসিদ্ধ নাম	মন্তব্য
৯) কুমার	বালী	হুগলী	বালীগ্রাম	উত্তর পাড়ার নিকট
১০) দক্ষ	সাটো	মুর্শিদাবাদ	সাটুই	
১১) যোগী	সিয়ারী	বীরভূম	সিউড়ী	সদর ষ্টেসন
১২) বশিষ্ঠ	সিদ্ধল	বর্দ্ধমান	সিধল (শীতলগাঁ)	থানা মঙ্গলকোট এখানে অনেক সিদ্ধল শ্রোত্রিয়ের বাস

বাৎস্য গোত্র সম্ভূত ছান্দর মহর্ষির পুত্রাদির নাম ও গাই নির্ণয়

পুত্র ৮ জন পৌত্র ৩ জন সমষ্টী ১১ জন

"পুত্রতঃ পৌত্রতশ্চাপি ছান্দরস্যৈকাদশ স্মৃতাঃ"

পুত্রের নাম	গাইবা গ্রাম	জিলা	বর্ত্তমান বা প্রসিদ্ধ গ্রাম	মন্তব্য
১) রবি	মহিন্তা	বর্দ্ধমান	মাহতা	রামচন্দ্রপুরের নিকট গুস্করা ষ্টেসন হইতে ১॥ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত

বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন।

আদিশূরেরবংশ পরম্পরায় (নবম পুরুষের সময়) বিশ্বক
সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন।
নি খৃষ্টীয় শকের ১০৬৬ অব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন এবং
রাজ্যকে পাচ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা,—রাঢ়, বরেন্দ্র,
গড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা।

১। রাঢ় (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ)

২। বরেন্দ্র (রাজসাহী কুচবিহার বিভাগ)

৩। বাগড়ী (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

৪। বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ)

৫। মিথিলা (উত্তর বিহার, ত্রিহুত হাজীপুর)

এই পঞ্চবিভাগের নাম অনুসারে যথাক্রমে রাঢ়ীয় শ্রেণী,
ন্দ্র শ্রেণী প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে; বল্লালের
ত কৌলীন্য প্রথা উপরোক্ত বিভাগের কয়েকটী জিলায় মাত্র
ত।

লাল সেন সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া আদিশূর আনীত
ণগণের সমাজ বন্ধন করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন।
তিনি দেখিলেন যে, নবাগত ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী যেরূপ

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে এতদ্দেশবাসী স্থায়ী বাসিন্দা ে
ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণদিগের সহিত যদি ইহারা মিলিত হইয়া
করে, তাহা হইলে উভয় দলে কোনও প্রভেদ লক্ষিত হইবে
অতএব উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে চিহ্নিত করিবার জন্য একটি নূ
নিয়মে আবদ্ধ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। তিনি ই
বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, যদি এরূপ কতকগুলি নিয়ম
বিবাহবন্ধনে সংপাত্রদের একটা গুণ সীমাবদ্ধ থাকে, তবে
অনেকে প্রোক্ত গুণবিশিষ্ট পাত্র প্রাপ্ত হইলে, অসংপাত্রে কর
কন্যাদান করিবে না। তিনি মনে মনে এইটী কল্পনা ক
নিম্নলিখিত নববিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। যথা ;—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥

তৎপর তিনি কোনও একটী দিন নির্দ্দেশ করিয়া ব্রা
দিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে অ
করিলেন; তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে, কতক
দেড় প্রহরে ও কতকগুলি দুই প্রহরের সময় উপস্থিত
ইহাতে যাহারা দুই প্রহরে উপনীত হইয়াছিলেন, তা
"কুলীন" ও যাহারা এক প্রহরে উপনীত হইয়াছিলেন, তা
"শ্রোত্রিয়" এবং যাহারা প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়াছি
তাহারা "গৌণ" (বংশজ) নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

বল্লাল যখন কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন, তখন
রাঢ়ীয় শ্রেণী মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত সময় মধ্যে ১৯ জন উ

কৌলীন্য পদ প্রাপ্ত হন ৩৬ জন শ্রোত্রিয় হন এবং ১৫ জন হইলেন।

বল্লাল কর্ত্তৃক সমাজবন্ধনে যাহারা কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণ হইয়াছিলেন তাহাদের তালিকা।

১। কুলীন ১৯ জন।

র নাম	বংশ	গোত্র	গাঁই
হুরূপ	দক্ষ	কাশ্যপ	চাটাতি
চ	ঐ	ঐ	ঐ
রবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ
লায়ুধ	ঐ	ঐ	ঐ
াঙ্গাল	ঐ	ঐ	ঐ
গোবর্দ্ধনাচার্য্য	ছান্দড়	বাৎস্য	পূতিতুণ্ড
শির	ঐ	ঐ	ঘোষাল
কানু	ঐ	ঐ	কাঞ্জিলাল
কুতূহল	ঐ	ঐ	ঐ
শিশু	বেদগর্ভ	সাবর্ণ	গাঙ্গুলী
রোষাকর	ঐ	ঐ	কুন্দ
জাহ্লান	ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	বন্দ্যাঘটী
মহেশ্বর	ঐ	ঐ	ঐ
) মকরন্দ	ঐ	ঐ	ঐ

ব্যক্তির নাম	বংশ	গোত্র	গাঁই
(১৫) ঈশান	ঐ	ঐ	বন্দ্যঘটী
(১৬) দেবল	ঐ	ঐ	ঐ
(১৭) বামন	ঐ	ঐ	ঐ
(১৮) উৎসাহ	শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	মুখটী
(১৯) গরুড়	ঐ	ঐ	ঐ

২। শ্রোত্রিয় ৩৬ জন।

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
১ কুসুমকুলি	শাণ্ডিল্য	১৪ বসুয়ারি	শাণ্ডিল
২ ঘোষলী	ঐ	১৫ করাল	ঐ
৩ বটব্যাল	ঐ	১৬ অম্বুলী	কাশ্য
৪ কুলকুলী	ঐ	১৭ ভুরীশ	ঐ
৫ কুশারি	ঐ	১৮ পালাধি	ঐ
৬ তৈলবাটী	কাশ্যপ	১৯ পাকড়াশী	ঐ
৭ পলশায়ী	ঐ	২০ পুষলী	ঐ
৮ সিমলায়ী	ঐ	২১ মূলগ্রামী	ঐ
৯ ভট্ট	ঐ	২২ কোয়ারি	ঐ
১০ পুংসিক	সাবর্ণ	২৩ নন্দীগ্রামী	ঐ
১১ সেরক	শাণ্ডিল্য	২৪ সিয়ারী	সা
১২ আকাশ	ঐ	২৫ ঘাট	ঐ
১৩ মাষচটক	ঐ	২৬ মায়ী	ঐ

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
ম্নী	সাবর্ণ	৩২ কাঞ্জারী	বাৎস্য
।	ঐ	৩৩ পূর্ব্বগ্রামী (পৌত্র)	ঐ
।	ঐ	৩৪ শিহলাল (শীতল গাঁই)	ঐ
ল	ঐ	৩৫ দাঘাটী (পৌত্র)	ঐ
ৌ	বাৎস্য	৩৬ সাহরী	ভরদ্বাজ

৩। গৌণ ১৫ জন।

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
াজী	শাণ্ডিল্য	৯ পোড়ারী	কাশ্যপ
রিহাল	ঐ	১০ পীতমুণ্ডী	ঐ
ডী	ঐ	১১ গুড়	ঐ
	কাশ্যপ	১২ ঘণ্টেশ্বরী	সাবর্ণ
ী	ভরদ্বাজ	১৩ মহিন্তা	বাৎস্য
ঙশারী	ঐ	১৪ পিপলাই	ঐ
শরকুলী	শাণ্ডিল্য	১৫ চোৎখণ্ডী (পৌত্র)	ঐ
ঙগড়ি	ঐ		

কষ্ট শ্রোত্রিয়।

ালের সমাজ-বন্ধনে ১৫ গাঁই যে গৌণ হইয়াছিলেন, সেই-
ক ১৫ গাঁইকে ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, শ্রোত্রিয়ের দল

এক শাখা কষ্ট শ্রোত্রিয় সৃষ্টি করেন। উহা ৪ ভ
যথা—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি।

(১) দিঘরী, (২) পিপলাই গাঁই (বাৎস্য) (৩) ভিড়ুসাই (ভরদ্বাজ) } [১

(৪) মহিন্তা গাঁই (বাৎস্য). (৫) হর, (৬) গুড় গাঁই (কাশ্যপ), (৭) পারিহাল (শাণ্ডিল্য) } [২

(৮) পোড়াড়ি গাঁই (কাশ্যপ) [৩

(৯) চোৎখণ্ডী গাঁই পৌত্র (বাৎস্য), (১০) রায়ী (ভরদ্বাজ), (১১) কেশরকুলি, (১২) কুলভি, (১৩) গড়গড়ি (শাণ্ডিল্য) (১৪) ঘণ্টেশ্বরী (সাবর্ণ) (১৫) পীতমুণ্ডী কাশ্যপ) } [৪

বল্লালের লোকান্তরের পর লক্ষণ সেন সিংহাসনে করিয়া প্রোক্ত ব্রাহ্মণ সমূহে বল্লাল নির্দেশক গুণ আ ইহা পরীক্ষার নিমিত্ত কতিপয় স্বর্ণধেনু দানের অভি লেন; তাহাতে নব গুণবিশিষ্ট কুলীনগণের মধ্যে ৬ দান গ্রহণ করায়, রাজা লক্ষণ সেন উক্ত ব্রাহ্মণদিগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ইহারা রাঢ়ীয়শ্রেণী মধ্যে ব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বল্লাল কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তন কালীন এটা কদা ধারণা করেন নাই যে, কালক্রমে তৎনির্দ্দেশিত গুণাবলী কণামাত্রও না থাকিয়া কেবল বংশানুগত হইয়া বিষম শক্তির হেতু হইবে।

রূপচন্দ্র শ্রোত্রিয় দলে গিয়া কুসুমকুলী শ্রোত্রিয় হইলেন। চন্দ্র কুলীন দলে গিয়া বল্লভচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে হইলেন। ইহা হইতে স্পষ্টতর উপলব্ধি হইবে যে, বল্লা গতভাবে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কৌ প্রথা বংশগত হইয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজ রসাতলে যা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

দেবীবর কর্ত্তৃক মেল বন্ধন সময়ও যে যে ব্যক্তি দৌ মতানুসারে মেল বন্ধন কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, স্থায়ী কুলীন রহিলেন; যাহারা পরিণামে অধর্ম্ম ভয়ে দে মতের অনুসরণ করিলেন না, তাহারা কৌলীন্য-চ্যুত হ যথা—শ্রীহর্ষের অধস্তন ২১শ পুরুষ লক্ষ্মীধর; ইহার ৭ দুর্গাবর, (২) মনোহর, (৩) নরসিংহ, (৪) কমল, (৫) বি লোকনাথ, (৭) বিনয়। তন্মধ্যে মনোহর ও দুর্গাবর দে মতাবলম্বী হওয়ায় মনোহর ফুলিয়া মেলের এবং দুর্গাবর মেলের অধিনায়ক হইলেন। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই সে সময় হইতে কৌলীন্য হারাইলেন। কারিকা যথা—

"লক্ষ্মীধরের সাত পো। পাঁচ পো'কে ফোঁপা বো।
দুগু, মনু, দুটি ভাই যা নিয়ে কুল পাই
কুলের ভিতর॥"

এক বাপের দুই বেটা কুল পায়নাটি।
রাম হলেন ডিঙসাই, গোপাল মুখটী॥
গুল্লিপাড়া সমাজে কিসের হলাহলি।
রামজ বাড়ুরী আর কুল কুসুমকুলী॥ মিশ্রগ্রন্থ

াল যদিও কতগুলি ব্রাহ্মণকে কুলীন আখ্যা দিয়াছিলেন,
াহার এরূপ অভিপ্রায় ও আদেশ ছিল যে, পূর্ব্বাগত পঞ্চ
সমুদয় বংশাবলী মধ্যে যাহার উপরোক্ত নয়টি অথবা
ুণ থাকিবে, তিনিই "কুলীন" বলিয়া অভিহিত হইবেন।
মান সময় কি কুলীন কি শ্রোত্রিয় কি বংশজ, রাঢ়ীয়
ল মধ্যে প্রায় পৌরাণিক লোকেরই কুসংস্কার এই যে,
ত গুণগুলির কণামাত্রও পাত্রে বর্ত্তমান থাক্ আর নাই
ংশানুগতভাবে বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, বৃন্দাবনের সন্তান,
াজুরীর সন্তান ইত্যাদি নামিক কোন বরের নিকট
্যা বা ভগিনীটি বিবাহ দিতে পারিলেই যেন আপনাকে
কতই কৃতার্থম্মণ্য জ্ঞান করেন। ইহা সাধারণ বুদ্ধিতেও
হয় যে, ভারতের সকল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পুত্রই
ার হন না এবং সকল জজ সাহেবের পুত্রই জজ হইবেন
হ। অতএব যদি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ বল্লালের প্রবর্ত্তিত
ারেও চলেন, তথাপি তাহাও রক্ষা করিতেছেন না;
বের সংস্কার প্রসূত সমাজ গঠন করিয়া আপন পায়
া কুঠারাঘাত করিতেছেন।

মেলোৎপত্তির সূচনা।

ালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেন তাৎকালিক বঙ্গ
নী নবদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১২০৩

খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা প্রায় ৮২৫ সালে) যখন সুসেন বা বি
লক্ষ্মণ সেন (লাক্ষ্মণেয়) রাজত্ব করিতেছিলেন। তখন
সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। রা
সুসেন, রাজ-পারিষদ পশুপতি প্রভৃতির কপট কুমন্ত্রণায় বিনা
রাজ্য অর্পণ করিয়া সপরিবারে পলাইয়া যান। মুসলমা
সহজেই বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া নানারূপ অত্যাচার
করেন। এই সূত্রে কতিপয় কুলীন কন্যার অপবাদ হয়। হা
নামক এক মুসলমান শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক কু
পুরুষের কন্যার জাতিপাত করেন, কুলগ্রন্থ (দোষমা
এ সম্বন্ধে লিখা রহিয়াছে। যথা;—

অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্ধ ঘাটস্থলে গতা।
হাসাই খাঁ থানাদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্ধ স্থান গতা কন্যা শ্রীনাথ চট্টজাত্মজা।
যবনেন চ সংস্পৃষ্টা সোঢ়াকংশ সুতেন বৈ॥

দোষমালা

নাথাই চট্টের কন্যা হাসাই থানাদারে।
সেই কন্যা বিভা কৈল বন্দ্য গঙ্গাধরে॥

ঘটককারিকা।

থানাদার "হাসাই" নামক মুসলমান শ্রীনাথ চট্টোপাধ
দুই কন্যার প্রথম জাতিপাত করে। তৎপরে উহার এক
পরমানন্দ পূতিতুণ্ড ও এক কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যো বিবাহ ক
ইহাকে বলে বলাৎকার।

এই প্রকার ঘটকগণ কর্ত্তৃক সমাজ কতদূর কলুষিত হইয়া তাহা বর্ণনাতীত। পাঠকগণ একটি উদাহরণ দেখুন কি শ্রীহর্ষের সমস্ত সন্ততিগণ মধ্যে ১০ম পুরুষের সময় উৎসাহ গরুড় মাত্র বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। বিচারে কুলীনগণ যদি বংশগতও সাব্যস্ত হন, তথাপি বরং উৎসাহ ও গরুড়ের সন্তানেরাই কৌলিক পূজা প্রাপ্ত হই ঘটক মহাত্মাগণ এককালীন ভরদ্বাজ গোত্রোৎপন্ন মুখটী সম্ভূত সকলকেই কুলীন বলিয়া, পুরাকালীয় বংশজ, শ্রো দিগকে ঠকাইয়া আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য ভট্টনারায় অপর চারিজনের সন্ততি সম্বন্ধেও ঐ প্রকার খিচুরী পাঁক ত্রুটি করেন নাই।

দেবীবর কর্ত্তৃক মেল বন্ধন।

আকবর বাদসাহের রাজত্বের প্রাকালে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে (অক্‌বাল ৯৯৮ সালে) ঘটকবংশোদ্ভূত দেবীবর নামে জনৈক প্রাদুর্ভূত হন। ইহার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই কুলীন নানা দোষে দূষণীয় ছিল। ঐ সকল দোষকেই "মেল" দিয়া দেবীবর অদ্ভুতপূর্ব্ব নিয়মে এক "মেলবন্ধন প্রথা প্রচার করেন।

মুসলমান জাতি কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হওয়ার পর [illegible] রাজাদিগের [illegible] [illegible] নির্ব্বাচন [illegible]

নার লোকগুলিকে সমাজ-চ্যুত হইতে হইত—এইরূপ
ন্তী আছে :—বরিশাল জিলার অধীন মুরদিয়ার মজুমদার-
পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে জনৈক ব্যক্তি একদিন মুসলমান নবাবের
চখানার নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন মুসলমান
চর রন্ধন করা ব্যঞ্জনের ঘ্রাণ তাঁহার নাসিকায় প্রবিষ্ট
য়, তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলেন। তৎকালীন
ন দলপতিগণ ইহা তাঁহার গুরুতর অপরাধ গণ্য করিয়া
চ চার্দ্ধ ভোজনম্" এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সেই ব্রাহ্মণ
কে সমাজচ্যুত করায় তাঁহার বংশপরম্পরা ব্যক্তিগণ অদ্যাপি
চ্যুত হইয়া রহিয়াছেন। কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠির
ও অনেকের অপরিজ্ঞাত নহে।

কুলীনগণ প্রথমতঃ অধিকাংশই পূর্ব্ব বাঙ্গলাতে বাস করি-
পরে গঙ্গাহীন দেশে বসতি করিবেন না বলিয়া বঙ্গালের
ট হইতে পশ্চিমবঙ্গে ফুলিয়া, খড়দহ প্রভৃতি গ্রামে বসতি
করেন। তৎপর প্রথমতঃ ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী আহিত
াধ্যায়ের বংশোদ্ভব গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ও যোগেশ্বর
কে নিয়াই প্রথম মেলোৎপত্তি হয়। তাঁহারা শ্রীনাথ
ধ্যায় ও মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া ফুলিয়া
মেলের সৃষ্টি করেন। কারণ শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বংশ
ও খড়দহ মেলে মধুদোষে ঐ মেলের সৃষ্টি হইয়াছে।

কোন এক গ্রামে এক কুলীন পরিবারের পিতা-পুত্রে কথায়
বিতর্কে মারামারি করিয়াছিলেন, তখনি উহা একটি দোষে

দল সংজ্ঞা হইয়া "ধরাধরি" নামে একটি মেল বলিয়া অভিহি
হইল। এইরূপ বিজয় পণ্ডিত, গোপাল ঘটক, ভৈরব ঘটক,
দশরথ ঘটক, হরি মজুমদার, রাঘব ঘোষাল, বল্লভ, সর্ব্বানন্দ,
সুরাইপুততুণ্ড, শ্রীরঙ্গ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্তির এ
একটি কৃতকার্য্যের দোষে এক একটি মেলের সৃষ্টি হইয়াছে।

অল্পদিন হইল বরিশাল জিলায় যে একটি ঘটনা হইয়াছিল
যদি দেবীবর বা তাহার কোন সহযোগী ঘটক এক্ষণ থাকিতেন
তাহা হইলে উক্ত ঘটনাটিদ্বারা একটি শ্লোক রচিত হইয়া দ্বিতী
একটি সুরাই মেলের সৃষ্টি হইত এবং মেলের সংখ্যা ৩৭টি পূ
করিত ঘটনাটী এই—

বরিশাল জিলাস্থিত গৌরনদী ষ্টেসনাধিন কোন প্রসিদ্ধ গ্রা
জনৈক চট্টোপাধ্যায়ের একটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া অণুঢ়া কন্যা ছি
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিকষ কুলীন, সঘরে ছেলের সংখ্যা ক
থাকায় পাত্রাভাবে কন্যার বিবাহ স্থগিত ছিল, ১৩০৪ সনে
ফাল্গুন মাসের প্রথম যোগে কন্যার খুল্লতাত বীরমোহন মাই
পাড়া নিবাসী জনৈক শ্রোত্রীয় কুলোৎপন্ন চক্রবর্ত্তীর নিকট
ভ্রাতষ্পুত্রীর বিবাহ দেন ঘটনাচক্রে কন্যার পিতা প্রোক্ত বি
হিতা কন্যাকে উপরোক্ত ফাল্গুন মাসের ৩০শে তারিখ খলিস
কোটা নিবাসী জনৈক মুখোপাধ্যায়ের নিকট পুনরায় বিবা
দেন এদিকে ১ম স্বামী জনৈক চক্রবর্ত্তী মহাশয় গাদারি
মুনসেফী আদালতে দাম্পত্য স্বত্বস্বাবাস্থের মোকদ্দমা করে
বিচারক মুনসেফ মহাশয় প্রোক্ত বিবাহ কুলীন সমাজে নিন্দ

দও শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন,
শষে নানারূপ অত্যাচারের ফলে নিরাপরাধা যুবতী কষ্টের
সীমায় উপনীতা হন। এই সংবাদ বরিশাল হিতৈষী ও
তার হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (হিতৈষী
। ৪ঠা শ্রাবণ ১৮শ সংখ্যা) হিতবাদী (১৩০৬। ১৩ই শ্রাবণ
খ্যা) কুলগ্রন্থের একস্থানে আছে :—

রগু চট্টোদ্ভবা কন্যা রামকান্ত-বিবাহিতা
অতি ঘোর ভয়ং তস্য শ্যালকায় পুনর্দদৌ॥

বীবরের সমকালে এই ঘটনাটীর উৎপত্তি হইলে ঘটকগণ
ঃ নিম্নলিখিত কারিকাটী প্রস্তুত করিতেন।

কালী চট্টোদ্ভবা কন্যা মথুরেন বিবাহিতা
অতি ঘোর ভয়ং তৈস্য নিকুঞ্জায় পুনর্দদৌ॥

মান ১৩১৩ সালে বরিশাল গৈলা মৌজায় কোন পল্লী-
নেক গাঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত বয়স্কা সধবা কন্যা তাহার বহু
রী স্বামীর তাচ্ছিল্য ও তদীয় পিতা কর্ত্তৃক ভরণপোষণ
অভাবে মুলাদী ষ্টেসন অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রাম নিবাসী
মৃতদার ব্রাহ্মণের শরণাগতা হইয়াছেন। মেলবন্ধনসময়
নাটীর উদ্ভব হইলে ইহা একটি নূতন মেল ও ঘটকগণ
একটি নূতন কারিকা প্রস্তুত হইত।

রোক্ত মেলোৎপত্তির ঘটনাগুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া
ইহা বুঝিতে হইবে যে প্রাসিক কতগুলি অকিঞ্চিৎকর
াই এহেন মেলবন্ধন প্রথা প্রবর্ত্তনের মূল। এই সামান্য

কতিপয় দলাদলি যাহার ভিত্তি, এহেন মেলবন্ধনের ফলে বঙ্গ প্রধানতম ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যে এতকাল স্ব স্ব কন্যা ও ভগিনী গুলির প্রতি কিরূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়া আসিতেছে ইহা স্মরণ করিলে, যাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে তাহাকে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতকল্প হইতে হয়। দেবীবর উক্তরূপ ৩৬টি দলাদলি এক একটি দলকে "গুণ" আখ্যা দিয়া যাহাতে সমস্ত দলাদ গুলি মিমাংসা করিয়া পরস্পর আদান প্রদান করতঃ আ প্রণালীতে কৌলীন্য বজায় রাখিতে পারেন, তাহার উ উদ্ভাবন করিলেন। তিনি ৩৬টি দোষকে গুণ বলিয়া সক বুঝাইলেন, যেখানে দোষ সেইখানেই গুণ; অতএব ঐ স দোষকে 'গুণ' বলিয়া অভিহিত করা হইল।

৩৬টী মেলের নাম।

ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, চন্দ্রপতি।
প্রমোদিনী, আচম্বিতা, বিজয় পণ্ডিতি॥
সর্ব্বানন্দী, পণ্ডিতরত্নী, গোপাল ঘটকী।
চাঁদাই, বাঙ্গাল আর ভৈরব ঘটকী॥
হরি মজুমদারী, রাই, রাঘব-ঘোষালী।
পারিয়াল, কাকুস্থি, নড়িয়া, ছৈ, বালী॥
শ্রীবর্দ্ধনী, দেহাটী, মালাধরখানি।
সুরেসর্ব্বানন্দী, সুরাই, শুভরাজখানি॥
চট্ট রাঘবী, ধরাধরি, শ্রীরঙ্গ ভট্টি।
ছায়া নরেন্দ্রী, বিদ্যাধরী, দশরথ ঘটকী॥

আচার্য্য শেখরী, মাধাই সন্তানন্দ খানি।
ই ছত্রিশটী দোষ মেলবংশে জানি॥
বর মেল বন্ধন সময় কতকগুলি লোকের স্বকীয়
কার্য্য জনিত দোষই যে তাঁহার মেল বন্ধনের মূল
নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান

দোষান্ মেলয়তি ইতি মেলঃ।
যে মিলন তাহার নাম মেল।
দোষং যত্র কুলং তত্র।
দোষ সেইখানে কুল।

লোৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(১) ফুলিয়া মেল—

জিলার অধীন ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী মুখোপাধ্যায়-
য়া কুল নিষ্পন্ন হয়, এই জন্য ইহার নাম ফুলিয়া মেল
খা, মুলুকজুরী ও বারুইহাটী দোষে ফুলিয়া মেল বন্ধন
অন্য দোষও সংস্পৃষ্ট হইয়াছে। প্রথমে যে যে দোষে
হইয়াছে, পরে সেই সেই দোষের সহিত অন্য দোষ

প্রায় প্রত্যেক মেলেই প্রবেশ করিয়াছে। ধান্দা দোষে
ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। নাধা নামক স্থানবাসী
ঘটীয়গণ বংশজ ছিলেন; গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর মুখো
এই বংশজ কন্যা বিবাহ করিয়া বংশজ হন। মনোহরে
রক্ষার জন্য ঘটকেরা নাধার বাড়রীদিগকে মাষচটক শ্রে
বলিয়া আখ্যা দেন, তাহাতে মনোহরের কিঞ্চিৎ কুল রক্ষা
ইহা নাধা দোষ।

বারুইহাটী গ্রামে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের জাতি ভ্রংশ
কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুন মিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়া জা
হন। শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সহিত আদান
করেন। ঐ শ্রীপতি বন্দ্যোর আদান প্রদানদ্বারা গ
মুখোপাধ্যায়ও সেই দোষে দোষী হন, ইহার নাম বারু
দোষ।

মুলুকজুরী—গঙ্গানন্দের ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলু
(সাতশতি) কন্যা বিবাহ করেন; সুতরাং তজ্জন্য কুল
সাতশতী ভাবাপন্ন হন। পরে শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিবাহ করেন, ইহা মুলুকজুরী দোষ।

ইহার পর খড়দহ মেলের নারায়ণ চট্টো ও শ্রীকৃষ্ণ গ
ফুলিয়া মেলে প্রবেশ করেন।

(২) খরদহ মেল—

জিলা ২৪ পরগণার অধীন খড়দহ গ্রামের কুলীনদে
বলিয়া নাম খড়দহ মেল।

আদৌ খড়দা, ফুলিয়া শেষঃ।
ফুলিয়া খড়দা নাস্তি বিশেষঃ॥

...র পণ্ডিত হইতে খড়দহ মেল ধরা যায়। ইনি ...হাদয় মহাদেবের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র। মহাদেব শ্রীহর্ষ ...শ পুরুষ অন্তর। যোগেশ্বর পণ্ডিত রামনারায়ণের প্রপিতামহ। যোগেশ্বর ও কামদেব পণ্ডিত খড়দহ ...প্ত হন। রামনারায়ণ কাশ্যপ—কাঞ্জারী দোষে দুষ্ট। ...খড়দহ মেলপ্রাপ্ত। যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরি মুখটী ...কন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাই কন্যা বিবাহ করেন। ...চট্টোপাধ্যায় ডিংসাই রায় পরমানন্দের কন্যা বিবাহে ...যোগেশ্বর এই মধু চট্টকে কন্যা দান করেন। ...গেশ্বর পণ্ডিত, কামদেব পণ্ডিত, মধু চট্টো, নীলকণ্ঠ ... ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খড়দহ মেলের প্রধান।

"গড়শ্চ পিপ্পলিশ্চৈব সুখনালী মধুস্তথা
ডিঙ্গী রায়স্য সম্পর্কাৎ খড়দা মেল উচ্যতে"॥

"খড়দহ মহাকুল, যোগেশ্বর যার মূল।
ডিঙ্গী-দোষ বলিশূল, যাহাতে জন্মিল।"

(৩) বল্লভী মেল—

...ও পিণ্ডাদি দোষৈরিদানীং যাচ কুলশ্রীঃ, সা বল্লভী।"
...ও মধু দুটি ভাই, যা নিয়ে কুল গাই, ফুলের ভিতর॥"
...হর্ষের অধস্তন ২১শ পুরুষ লক্ষ্মীধর। ইঁহার দুই পুত্র; ...নাম দুর্গাবর, অপরের নাম মনোহর। দুর্গাবর পণ্ডিত

হইতেই বল্লভী মেল গণনা করে। দুর্গাবর ও মনোহরের বংশ বা সংক্ষিপ্ত নাম যথাক্রমে দুগু ও মহু।

বল্লভাচার্য্যের নামানুসারে বল্লভী মেল নাম হয়; মেল মাত্রেরই প্রকৃতির নাম অনুসারে নাম হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্যের পিতার খাড়ীমুখ বিবাহ, নিজের পিণ্ড রূপ দোষ, সর্ব্বানন্দ ঘোষালের সহিত কুল কার্য্যে পো বিপর্য্যায় ও পুনঃপ্রাপ্তি দোষ (অর্থাৎ পুনর্জ্জীবন)।

"খাড়ীমুখঃ পোড়ারিশ্চ বিপর্য্যায় স্তথৈবচ।
পিণ্ডদ্বয়েন সম্পার্কাৎ মেলোঽভূদ্বল্লভী যতঃ॥"

(৪) সর্ব্বানন্দী মেল—

"সর্ব্বানন্দী মহিন্তয়া।"

মহিন্তা গৌণ বটে, নহে সর্ব্বানন্দে।
মহিন্তার বায় তারা পরম আনন্দে॥ মেলমালা।

মুখ বংশের মৃত্যুঞ্জয় হইতে ধারাবাহিক অধস্তন ৭ম সর্ব্বানন্দী মেলে বিশেষ খ্যাতাপন্ন। যথা—মৃত্যুঞ্জয় ১। রাম রাজীব ৩। রঘুনন্দন ৪। দুর্গারাম ৫। দুর্গাদাস ৬। ও রাঘব

বিশড়াতে দুর্গারামের সহোদর মহাদেবের বংশাবলী আ মহাদেবের পুত্রের নাম দুর্গাদাস, পৌত্রের নাম শ্রীনারায়ণ।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটী নাম সর্ব্বানন্দী।
মহিন্তা কুল অরি মুখ জগদানন্দী॥ মেলমালা

"পূর্ব্বং গঙ্গানন্দে রণ্ডঃ পিণ্ডং দত্বা দীনস্ত চ।
বলাৎকারে বিপর্য্যাসে মহিন্তো নদুপো যতঃ॥

গাঙ্গুলীকে যখন সর্ব্বানন্দ প্রাপ্ত হন, তখন নিম্নস্থ
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—রণ্ড, পিণ্ড, বিপর্য্যায়,
কনালী।

না পারি বশিষ্ঠ-সুতের মহিত্তারে বিয়া
মাধব গাঙ্গুলী করেন আনন্দিত হ'য়া॥
রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার, বিপর্য্যায় পা'য়া।
কাঁদিতেছে সর্ব্বানন্দ ভূমিতে পড়িয়া॥
সর্ব্বানন্দী বলি তারে দেবীবর বলে।
মাধব গাঙ্গুলী পাল্‌টি রামাই হইল পরে॥
সাধু বামন বিশো বর্ণশঙ্কর।
আর যত আছে তারা অন্য মেলচর॥ মেলমালা।

বিকর চট্টোপাধ্যায়, পৃথ্বীধর মুখোপাধ্যায় ও কংশারি
তে প্রবেশ করেন। সর্ব্বদ্বারী বিবাহ রহিত হইলে
শের ঘোষালকে ও সর্ব্বানন্দী মেলে প্রবেশ করিতে

] সুরাই বা (সুরায়) মেল।

পূতিতুণ্ডে সুরানন্দে প্রভাকর তনূদ্ভবে।
ারান্য পূর্ব্ব পিণ্ডৈশ্চ সুরায়ো মেল উচ্যতে॥"

মেলমালা।

পূর্ব্বা গৃহীতে চ মেলশ্চৈব সুরাই কঃ। মেলমালা।

গুড় সুরাই মেলের উৎপত্তি স্থল, এজন্য ঐ দুই বয়
ন ইহাদিগের প্রধান আশ্রয় স্থান।

হড় শুড় সুরাযোগে প্রভাকরে সুরা।
কভু হড় ত্যজে নাহি, ত্যজে গৌরী তারা॥ মেলগ্র

বাৎস্য গোত্রের ছান্দড়বংশসম্ভূত ভূধরের পৌত্র সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র লেন, কিন্তু নিজে অপবিত্র হইলেন বলিয়া তৎসংসৃষ্ট কুলা সুরাই নামে খ্যাত। সুরাই পূতিতুণ্ডের পিতার নাম প্রভা

চট্ট বসি ভাবে ঘরে, বলে কেবা লবে মোরে,
পরে তার উপায় করিল।
ভূধর তনয়বর, পূতিরাজ প্রভাকর,
তার সুত সুরাই বাখানি।
সদাশিব আসি পরে, কন্যা দিল শুনি বরে,
প্রভাকর সংজ্ঞা কুলে জানি॥
সুরাই বসিয়া ভাবে, কেবা আজি মোরে লবে,
অন্যপূর্ব্বা দোষেতে দূষিত।
বরাই নিতাই সুত, আনাই তাহার যুথ
ছায়াদোষে তারা যে ভাবিত॥
সুরাই তাহাতে যায়, ছায়াদোষ পেলে তায়,
এই হেতু সুরাই ডাকিল॥ মেলনা

অন্য পূর্ব্বা কন্যা ছিল সদাশিবের ঘরে
সেই কন্যা বিয়া সুরা করে পিতৃঘরে॥
কান্দে সদা শিবের ঝি এখন করিলি কি।
জীয়ন্ত ভাতারে হইলেম রাড়ী॥

কেহ করে রাত্রিবাস কেহ করে বিয়া।
বিয়া নয় রে "সাংহা" দিলি আপন মাইয়া॥
কলি সবা মরণে মাছ ভাত খাবরে
সুয়া মরণে হব রাঢ়ী।
কান্দে সদাশিবের ঝি ধরণী লোটাইয়া কায়।
অবশক্তি বংশে কলঙ্ক রহিল রে।
বাপে মোরে 'সাংহা' দিয়া যায়।

মিশ্রকৃত কুলগ্রন্থ॥

[৬] আচার্য্যশেখরী মেল।

[illegible]তি দোষ, শুড় দোষ, রায় দোষ ও যবন দোষ। মহেশ্বর [illegible]দ্যা ত্রিলোচন আচার্য্যশেখর প্রধান।

আচার্য্যশেখরে দোষ প্রধান যবন।
এ কুলে দেখি কুলীন নাহি একজন॥ মেল প্রকাশ।

(৭) পণ্ডিত রত্নী মেল।

[illegible]কুলী জাতিগত দোষ, আনন্দ ঘোষালী দোষ ও যবন পুরোগাজের সুত গৌরীর গোলোক দোষ। মুখটী [illegible]ংশীয় দৈবকীনন্দনের কুণ্ড দোষ; ইনিই মেলের প্রধান।
[illegible]বাগেশ্বর উপজায়া, প্রসবিল যোগ, ছায়া,
দৈবকীনন্দন, উধোর পত্নী।
[illegible]দেবীবর মতে কাজ, হজিয়ার নাহি লাজ,
কুণ্ড গোলোকে পণ্ডিত রত্নী॥

মেলচন্দ্রিকা।

পঞ্চানন মুলো কয়, দৈব-দত্ত পিণ্ডচয়,
ক্ষেত্রী বীজী কেহ নাহি ছাড়ে।
পণ্ডিতের বুধ খ্যাতি, নহ মুলা জনশ্রুতি
উধোর পিণ্ডি পড়ে বুধোর ঘাড়ে।

[৮] বাঙ্গাল পাশী মেল।

শ্রীধর চট্টের পুত্র মুকুন্দদ্বারা বাঙ্গাল মেল হয়। মুকুন্দে মদ্যপানাদি দোষ, নারায়ণ সুত হিরণ্যের হেড়া দোষে অস্থা প্রাপ্তি; মুখো বিপ্রদাসের ধোপা বাদ, পরিবেত্তাদি দোষ। মুকু হিরণ্য বন্দ্যোর সহিত কুল করাতে হেড়া, রণ্ড ও মদ্য দোষ প্র হন। ইহাই বাঙ্গাল মেল।

"হেড়া হিরণ্যস্থ মুকুন্দ সঙ্গাৎ (প্রায়শ্চিত্তামর্হত্বাৎ)
রণ্ডাভিযোগাচ্চ বাঙ্গাল মেলঃ॥ মেলমালা।
পরিবেত্তা, পরিবিত্তি, আর কুণ্ড গোলে।
হেড়া হিরণ্যের দোষে বঙ্গপাশী বোলে॥ মেলচন্দ্রিক

(৯ গোপাল ঘটকী মেল।

বারুইহাটী, হেড়াকটী, আগম্যা গমনাদি ও হড় দোষ, উৎ বংশীয় মুখো গোপাল ঘটক প্রধান।

গোপাল ঘটকের কুল নির্ম্মল ছিল।
পুত্রের কারণে সেও সব দোষ পেল॥ মেল প্রকা

[১০] ছায়া নরেন্দ্রী মেল।

অকথা কুগন্ধ, শুঁড় দোষ, শ্রীমন্ত খাঁর দোষ, পিণ্ড দো

শী দোষ। মহেশ্বরবংশীয় নিত্যানন্দ বন্দ্যো প্রধান।

ছায়া নরেন্দ্রীর মেল সুয়াসের বাধ্য।
ইহাতে মহা পাপ নাহি ছিল অসাধ্য॥ মেলমালা।

[১১] বিজয় পণ্ডিতী মেল।

বাদ, বলাৎকারে কুলচ্যুতি, ম্লেচ্ছ সংসর্গাদি ও গুড় দোষ।
বংশীয় বন্দ্য বিজয় পণ্ডিত প্রধান।

কলুবাদ পরমাদ, সদাশিব সঙ্গ।
বলভদ্র চট্টকুল বিজয়ের রঙ্গ॥
এ মেলে নিকষ নাই লিপি মাত্র সার। মেলচন্দ্রিকা।

[১২] চাঁদাই মেল।

ধ, গুড় দোষ, অন্ত্যজ জাতি সম্পর্ক দোষ ও চোংখণ্ডী।
বংশীয় চাঁদ বন্দ্যো প্রধান।

লম্বোদর সুত দুই, চাঁদাই মাধাই।
ব্রহ্মহত্যাদি চোংখণ্ডী দোষে না পাই ঠাঁই।

মেলচন্দ্রিকা।

[১৩] মাধাই মেল।

স্বধার দোষ ও পিঙ প্রভৃতি দোষ। মহেশ্বরবংশীয় মাধব ধান।

চাঁদাই, মাধাই দুই, দোষ কব কই।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপের সদা করেন বৈ॥ মেল প্রকাশ।

[১৪] বিদ্যাধরী মেল।

ছায়া দোষ, গুড় দোষ, নর্ত্তক-বৃত্তি দোষ ও ডিংসাই পরম্প দোষ। বহুরূপ বংশীয় চট্ট, বিদ্যাধর পাঠক প্রধান।

অকথ্য বলাৎকারাদি দোষে মরি মরি।
বিদ্যাধরীকে সবাই করে ধরাধরি ॥ মেলমাল

[১৫] পারিহাল মেল।

অসৎসংসর্গ, পারি-শ্রোত্রিয় বিবাহ, স্বজনা দোষ, সন্ন্যাসি বলাৎকার। বহুরূপবংশীয় রাঘব চট্ট, অবসথী দিগম্বর ও সুত নিতাই প্রধান। ভৈরব ঘটক-সুত রাঘবের পারিহাল বিবাহ।

পশু-বন্দ্যো বেটা—পাচু, নানা দোষে দোষী।
রাঘব কন্যার দানে তারে কৈল খুসী ॥ মেলচন্দ্রি

(১৬) শ্রীরঙ্গ ভট্টী মেল।

ভাট সংস্রব, মহিন্তা দোষ, কুলাভ দোষ, অন্তপুর্ব্বা প্রভৃতি। পূতি গোবর্দ্ধনাচার্য্য বংশীয় শ্রীরঙ্গ ভট্টাচার্য্য পিতৃ-পর্য্যায় বিপর্য্যায়ে বিবাহ।

পিতৃ পর্য্যা মাতৃসমা শ্রীরঙ্গের কথা।
মালাধারী ভাট দোষে যার নাহি বাধা ॥ মে

(১৭) মালাধর খানী মেল।

কুন্দলালে বিবাহ, অকৃত প্রায়শ্চিত্তির একান্ত সঙ্গ, বে বিবাহ ও রায় দোষ। উৎসাহবংশীয় মালাধর খাঁ প্রধান

অকথ্য অগম্যায় করে নানা রঙ্গ।
নিতাই হরিদাস মালাধরের সঙ্গ॥ মেলচন্দ্রিকা।

(১৮) কাকুৎস্থী মেল।

ড়ি দোষ, যবন দোষ ও বলাৎকার প্রভৃতি।
ফুলবংশীয় চট্ট চৈতন কাকুৎস্থ প্রধান।
খাঁড়ী-হাড়ী সংসর্গে কাকুৎস্থের শেষে।
কাজী বিল্লী শাঁখারীর আরো দোষ ঘোষে॥

মেলচন্দ্রিকা।

(১৯) হরি মজুমদারী মেল।

ঘ সংসর্গ, হড় গড় ও চোৎখণ্ডী প্রভৃতি দোষ ও দোপোড়া বিবাহ। অরবিন্দবংশীয় বিভোর হরি চট্ট প্রধান। খেয়াল ও সুদর্শন চট্ট সহযোগী।

হরি মজুমদারের কথা বড়ই অদ্ভুত।
দোপোড়া বিবাহ হরির জগতে বিদিত॥
পিতার ছিল হাড়ি, নিজ দোপোড়া পোড়ারি।
এই দোষে হইল মেল হরি-মজুমদারী॥ মেলপ্রকাশ।

[২০] শ্রীবর্দ্ধনী মেল।

শাক, অন্তর্পূর্ণা, পিও দোষ, যবন দোষ ও পিতাড়ী দোষ। উৎসাহ বংশীয় শ্রীবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় প্রধান।

প্রমোদিনী বাধা ফুল শ্রীবর্দ্ধনী মেল।
গোবর অন্তর্পূর্ণা, সপ্তশতী মেল। মেলচন্দ্রিকা।

[২১] প্রমোদিনী মেল।

রণ্ডিকা, বিপর্য্যায় ও শুড় প্রভৃতি দোষ। উৎসাহ বংশী
জিতামিত্র মুখোপাধ্যায় প্রধান। বিপর্য্যায়ে পূতিতুণ্ড বিবাহ।

বিজয় সুরাই বাধ্য আর বিপর্য্যায়।
প্রমোদিনী রণ্ড-কুল কুলাচার্য্যে কয় ॥ মেলচন্দ্রিকা

[২২] দশরথ ঘটকী মেল।

অকথ্য ও অগম্যা-গমন। ঘণ্টেশ্বরী বিবাহ ও বলাৎক
প্রভৃতি দোষ, উৎসাহ বংশীয় মুখো দশরথ ঘটক প্রধান।

দশরথে দশ দোষ, ঘটক প্রধান
সব দোষে দোষী হয় বাধ্য, নাহি আন ॥ মেল দে

[২৩] শুভরাজখানি মেল।

পিতাড়ী বিবাহ ও যবন-নীতা কন্যা বিবাহে অকৃত প্রায়শ্চি
বন্দ্য মকরন্দ বংশীয় শুভরাজ খাঁ প্রধান।

আখণ্ডল বংশে নাম মাধব বাড়ুরী।
শুভরাজ খানি ছিল সে উপাধিধারী ॥
মাধবের বাপের বিয়ে পীতমুণ্ডী হয়।
গৌরীবর সঙ্গে যোগ পরেতে সে পায় ॥
গৌরীর যবন দোষ প্রকাশ যে ছিল।
তার কন্যা কীর্ত্তি চট্টো বিবাহ করিল ॥
প্রজাপতি সঙ্গে সঙ্গে দোষে কুল হল।
যবন দোষ, বলাৎকার রঙ্গে লেগে গেল ॥ মেল মা

[২৭] দেহাটা মেল।

নিন্দিত স্থানে বিবাহ, খঞ্জনা দোষ, মদ্য পানাদি যবন দোষ। বহুরূপ বংশে শ্রীপতি চট্ট প্রধান।

বহুরূপ বংশে চট্ট ছিল শ্রীশ্রীপতি।
কারে না জিজ্ঞাসি, বিভায় হারাইল জাতি।
মেলমা—

[২৮] ছয়ী মেল।

শ্রোত্রিয় পরিণীতা কন্যা বিবাহ, যবন-দোষ-দোষিত বিবাহ, বলাৎকার, রণ্ড দোষ, খঞ্জ দোষ ও কন্যা গমন—এ দোষে ছয়ী। বহুরূপ বংশে চট্টছয়ী প্রধান।

ছয়েতে হইল ছয়ী, ঘটকে যে কয়।
ইহাতে দোষ ছিল সব পূর্ণ মাত্রায়॥ মেলম

খনিয়ার চট্টোবশিষ্ঠ পুত্র ছয়ীর কন্যা শ্রোত্রিয় পাত্রে হয়। সেই কন্যা আবার বন্দ্য বংশের সাগরদিয়া অর্ক করেন। ইহাতে দোপোড়া ও শ্রোত্রিয়াস্ত দোষ ঘটে। এ ছয়ীর নামে প্রথমে ছয় দোষ ঘটে। শেষে নানা দোষে এ বন্ধন হয়। যথা—

খনিয়া বংশেতে ছয়ী বশিষ্ঠ তনয়।
শৌর্য্য দোষে কর্ম্মফলে শ্রোত্রিয় হয়॥
সৌদামিনী ছয়ী কন্যা জানহ নিশ্চয়।
বংস-হাড়ী বাদে অর্ক দোপোড়া মেয়ে লয়॥

...র ছয় সংশ্রবে সব মেল চূর্ণ।
...দোষে সবগুণে সব মেল পূর্ণ॥ মেল চন্দ্রিকা।

[২৯] ভৈরব ঘটকী মেল।

...াদি ও সপ্তশতী দোষ, গুড় দোষ ও পিণ্ড দোষ।
...-বংশীয় বাবলা ভৈরব বন্দ্যঘটক প্রধান।
...ভরবের রব নাই, আচম্বিতা বাধা।
...ই মেলের না ছিল কিছু যে অসাধ্য॥

[৩০] আচম্বিতা মেল।

...ষ ও স্বজনা দোষ। উৎসাহ বংশীয় চক্রপাণি মুখো-
...ান। নানাদোষে দুষিত ব্যক্তিবর্গ মিলিয়া এই মেল হয়।
...ালী মেলের বাধা হয় আচম্বিতা কুল।
...হা পাপে পাপী তারা, সাধু-চক্ষু-শূল॥ মেলপ্রকাশ।

[৩১] ধরাধরী মেল।

...দোষ প্রভৃতি কুসংসর্গ, গুড় দোষ, পীতাড়ী দোষ, ও
...াদি। শিরো ঘোষাল বংশের ধরাধর ঘোষাল প্রধান।
...রাধর ঘোষাল সগোত্রে পুত্তি ধরা।
...অকথ্য নানা দোষে ছিল ন্যাক্তে মরা॥ মেল দোষ

[৩২] বালী মেল।

...াগপ্রভ দোষ, কেশরকুনী ও রায় দোষ, ছেড়া কটী ও
...র। বহুরূপ চট্ট-বংশে কেশব চট্ট প্রধান।

কি কর থাসীথুসী, আমরা ঘোড়ার ঘাসী।
সুখনালী, পণ্ডিত রত্নী কুটুম বিপ্রদাসী॥
শ্রোত্রিয়াস্ত বালী মেল, কুষ্ঠী আর শূল।
তথাচ লইল লোকে ভাগ্য তার মূল॥
চট্ট কেশব সহ না হয় সতের কুল।
সঙ্কেত-সুত আড়িয়া রাঘব যার মূল॥ মেল

(৩৩) রাঘব ঘোষালী মেল।

থালকুলী বিবাহ ও খাঁড়ি মুখটী বিবাহ দোষ। শিরে বংশে রাঘব ঘোষাল প্রধান।

অর্জ্জুনের পৌত্র বাসু, কাঁচনার মুখটী।
রাঘব ঘোষাল মহাপাপী হয় যে পালটী॥
মেল

(৩৪) শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী মেল।

পিণ্ড দোষ, গুড় দোষ, পারিহাল দোষ ও বলাৎকা উৎসাহ বংশীয় সর্ব্বানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান।

অষ্ট কুলে অষ্ট দোষ পেয়ে মেল-সন্ধি।
পারিহালে বলাৎকারে শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী॥ মে

(৩৫) সদানন্দ-খানী মেল।

কেশরকুনী দোষ, রজক পরিবাদ ও থালকুলিয়া উৎসাহ-বংশীয় সদানন্দ খাঁ প্রধান।

…গুড় বসী বিদ্যাধরী বাধা সদানন্দী।
…ার কব কিবা, নিত্য দোষে সদানন্দী॥

দোষমালা।

৩৬) চন্দ্রপতি বা চন্দ্র শেখরী মেল।

…ী, শ্রোত্রিয়ান্ত দোষ, জ্যেষ্ঠা-সত্ত্বে কনিষ্ঠা-বিবাহ ও
… দোষ। (মধ, যোগী, ভুলাই ও কেশর দোষে-দুষ্ট)
…শে চন্দ্রপতি মুখোপাধ্যায় প্রধান।
…ধ, যোগী, ভুলাই দ্বিজে চন্দ্র শেখর মজে।
…াই কেশরী খজের কুল ধর্ম্মে বিরাজে॥ মেলমালা।

মেল বন্ধনের ফল।

… লুপ্তপ্রায় কুলীন সমাজের নূতন সংস্কার করিবার … শ্রোত্রিয় অনেককেও কুলীন হইতে বলেন এবং …া থাকে যে, বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে যিনি তাহার …য়ের পক্ষ সমর্থন করিবেন, তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় …ন প্রদত্ত হইবে ও তাহাদিগকে বল্লাল প্রবর্ত্তিত কুলীন …গণ্য করা যাইবে।

…র চক্রবর্ত্তিগণ পূর্ব্বে বল্লাল গঠিত কুলীন ছিলেন, মেলবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, অবিবাহিতা ঋতুমতী কন্যা … দান করিয়া, দেবীবরের জীবিতকালেই তাঁহার [illegible]

পরিত্যাগ করেন; দেবীবর ইহাতে রাগান্ধ হইয়া যে অধিকৃত দেশে উক্ত চক্রবর্ত্তিগণকে বংশজ বলিয়া ঘোষণা তাহারা অদ্যাপি বংশজ বলিয়াই কীর্ত্তিত আছেন। দে গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না; তিনি স্বীয় গুরু- হলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের বংশীয় শোভাকর চট্টকে নিষ্কুল করিলে তাহার অভিশাপে আপনিও নির্ব্বংশ হইলেন। এরূপ প্রবা যে, কোন মনোমালিন্য প্রযুক্ত তাহার মাসতুত ভাই যে পণ্ডিতকে তিনি প্রথমে নিষ্কুল করেন; কিন্তু তাহা শ্লোক রচনার অর্থ অনুসারেই তাহার কুল রহিয়া গেল। সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে বেশ প্রকাশ পা যে, তৎকালে সমাজের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল এবং যে হঠকারিতার বশীভূত হইয়া, উক্তরূপ মেলবন্ধন করিয়া তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে মেল দেবীবরকে যথেষ্ট নিন্দা করা হইয়াছে। যথা;—

এই কালে রাঢ় বঙ্গে পড়ে গেল ধূম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥
কিছু পরে নকেতের বংশে এক ছেলে।
নামখ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
[illegible] ছোঁয়া বনে ক'রে কুলে করে ভাগ।
অদ্যবধি কুলে আছে ছবিলের দাগ॥

* জলে বাদি বিবাদং নাস্ত্যকালে ভুবন বাদি।
[illegible]॥

াব দেখে ভুল করে এক চমৎকার।
জ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় পার॥
দেবীবর যাহা বলে লিখে যাই তার।
মেলমালা বলি লোকে পাবে পরিচয়॥
হাত ঘুরাইয়ে হুলো বলে আমরি! কি তোমার কুল।
ছিল ঢেঁকী হল তুল, আরও পরে হবে যে নির্ম্মূল॥

মেলমালা।

। এইরূপে "মেলবন্ধন" সূচনা করিয়া বল্লালের নির্দ্দেশিত
 সংশোধন করেন। এই সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি
 করা হয়। কুলীন পদপূজক পাঠকের বিদিত কারণ
যের কথঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল।
 নির্দ্দিষ্ট গুণ ছিল ;—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

বর নির্দ্দেশ করিলেন ;—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্॥
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

 নির্দ্ধারিত "শান্তি" স্থলে দেবীবর "আবৃত্তি" শব্দের কটি
; কারণ তাহা না হইলে মেলবন্ধনের অর্থ সম্পূর্ণ পরি-
। "আবৃত্তি" শব্দের নিম্নলিখিত টীকা করা হইল। যথা ;

[illegible]।
[illegible] আবৃত্তিশ্চ চতুর্বিধা। কুলরমা।

আদান, প্রদান, কুশত্যাগ, ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা এই চতুর্ব্বিধ আদান অর্থাৎ সমান নির্দ্দিষ্ট গৃহের কন্যা গ্রহণ; প্রদান—সমান নির্দ্দিষ্ট গৃহের পাত্রে কন্যা দান; কুশত্যাগ—কন্যার অভাব হইলে ঘটক নির্দ্দিষ্ট গৃহে কুশার প্রস্তুতা কন্যার দান। উভয় ঘরে কন্যার অভাব হইলে ঘটক সম্মুখে বাক্যমাত্রদ্বারা পরস্পর কন্যা দান।

ঘটক মহাশয় উপরোক্ত টীকার তাৎপর্য্য দৃঢ় করণার্থ আর একটি কথা বলেন তাহা এই :—

"নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্ত রহিতত্বং বংশজত্বং"।

নিরবচ্ছিন্ন—অর্থাৎ বরাবর পুরুষানুক্রমে পরিবর্ত্ত আদান প্রদান রহিতত্বই বংশজত্ব।

যাহার নির্দ্দিষ্ট ঘর বিশেষে পরিবর্ত্ত নাই, সেই কুলীনই বংশজ। যে সকল কুলীনেরা দেবীবরের কল্পিত যবন সংসর্গী কুলীনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সৎপাত্রে কন্যাদান করিয়াছিলেন, তাহারা দেবীবরের ব্যবস্থা মত বংশজ হইলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বল্লাল কল্পিত কুলীন ও দেবীবর কল্পিত কুলীন অনেক অন্তর ভিন্ন—সম্প্রদায়।

কুলীনদিগের নির্দ্দেশিত আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, ব্রহ্মনিষ্ঠা, তপঃ, দান এই ৮টী গুণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; কারণ উপরোক্ত গুণ ভূষিত থাকিলে এত দোষে জর্জ্জরিত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। থাকিবার মধ্যে তাহাদের দেবীবর কল্পিত "আবৃত্তি" গুণটী রহিয়াছে। কুলীনের শান্তিরক্ষক ঘটক

মহাত্মারাও কুলীনের সভায় ঐ আবৃত্তি গুণের দুই চারিটী শ্লোক পড়িয়া কুলীনগণকে গর্ব্বিত করেন। এই আবৃত্তি গুণের তেজে ব্রাহ্মণ্য সমাজ অধঃপাতে গিয়াছে। আবৃত্তি গুণের তেজে ব্রহ্মণ্য-দেব বঙ্গদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছেন; রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমূহ অতল পাপ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। দেবীবর মেল বন্ধন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজকে অতল পাপ-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়াছেন; পাঠকগণ ইহাতে এক সঙ্গে "অষ্ট বজ্র" দেখিতে পাইবেন।

(১) মেল বন্ধনের ফলে শাস্ত্রোক্ত বিবাহ-নিয়ম রহিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে স্বেচ্ছামতে কতকগুলি প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া মনুর অবমাননা করা হইয়াছে।

(২) মেল বন্ধনের ফলে অপরিণীতা কন্যাকে ঋতুমতী দর্শনে প্রায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণই ঘোর পাপে নিমগ্ন হইয়া, পতিত হইয়াছে।

(৩) অপরিণীতা রজঃস্বলা কন্যা বিবাহ করিয়া কুলীন-গণের বৃষলত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে।

(৪) মেল বন্ধনের ফলে কুলীনগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর পাপব নিয়ম "স্বঘোনা" দোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

(৫) কন্যা ক্রয় বিক্রয় প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

(ক) বংশজ, শ্রোত্রিয় মহোদয়গণ কন্যা ক্রয় পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্য করিতেছেন।

(খ) কন্যা বিক্রয়িগণ ঘোর পাপে নিমগ্ন হইয়া পতিত হইয়াছেন।

(৬) মেল বন্ধনের ফলে বহু বিবাহ সৃষ্টি হইয়া একাধিক বিবাহে দত্তা কন্যাগুলিকে কামপত্নী করিয়া দিয়া শাস্ত্রের অবমাননা ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ তনয়াকুলের সর্ব্বনাশ সাধন করা হইয়াছে।

(৭) কতকগুলি পুরুষের ও কতকগুলি স্ত্রীলোকের আজীবন বিবাহের উপায় না থাকায় নানারূপ ব্যভিচারে বঙ্গভূমি উৎসন্ন যাইতেছে।

(৮) বংশজ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ কলিকাতা প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশ হইতে নীচ জাতি প্রভৃতির কন্যা (ভরার মেয়ে) বিবাহ করিয়া প্রকৃত জাতিভেদ উঠাইয়া ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করিতেছেন।

মেলের স্থান নির্ণয়।

১। ফুলিয়া মেল।

আদি পুরুষ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২৪ পুরুষ মনোহর পুত্র। নদীয়া জিলায়…ফুলিয়া ও উলা। হুগলী জিলায়…বলাগর, হরিপাল। যশোহর…লক্ষ্মীপাশা, কালীপুর, অরুণ বাধাল, কামালপুর, প্রতাপকাঠী ইত্যাদি। খুলনা…সেনহাটী। বর্দ্ধমান…কোগ্রাম, কুলীনগ্রাম। ঢাকা…(বিক্রমপুর), ভাঙ্গাপাশা প্রভৃতি। বরিশাল…বাকপুর, রজশ্রী, হোসেনপুর প্রভৃতি। ফরিদপুর…খালিয়া, আমগাও প্রভৃতি।

২। খড়দহ মেল।

আদিপুরুষ যোগেশ্বর পণ্ডিত ইনি শ্রীহর্ষ হইতে ২১ পুরুষ। খড়দহ চাণকের নিকটবর্ত্তী এইখানে যোগেশ্বরের বাস্তবাটী ছিল।

জিলা ২৪ পরগণায়…হালিসহর, খাসবাড়ী। খুলনা…সেনহাটী। হুগলী…চুচড়া, বালী, উত্তরপাড়া। নদীয়া…উলা, শান্তিপুর। যশোহর…কাশীপুর।

ইহা ব্যতীত ঢাকা বিক্রমপুরে ও বরিশালে রঙ্গশ্রী, আল্তা গ্রামে আছে।

৩। বল্লভী মেল।

বন্দ্যো বল্লভাচার্য্য সাকিন শান্তিপুর, বন্দ্য নপারি বর্নমালী সন্তান। আদিস্থান শান্তিপুর নদীয়া।

জিলা ২৪ পরগণা…কাদিহাটী, কুটিগোদা। যশোহর…রাইগ্রাম। হাবড়া…শিবপুর, কোন্নগর। খুলনা…সেনহাটী, মহেশ্বরপাশা। এতদ্ভিন্ন ঢাকা (বিক্রমপুর) বরিশাল ও ফরিদপুরেও বল্লভী মেলের অনেক কুলীন আছে।

৪। সর্ব্বানন্দী মেল।

আদিপুরুষ সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় আদিস্থান নদীয়া জিলায় বিল্বগ্রাম।

জিলা ২৪ পরগণায়…বরিশা। নদীয়া…বিল্বগ্রাম, শান্তিপুর, পাটুলী। এতদ্ব্যতীত আড়িয়াদহ, ধর্ম্মদহ, গোবরডাঙ্গা, বেহালা, ঢাকা (বিক্রমপুর) বরিশাল অঞ্চলে অল্প পরিমাণে আছে।

৫। সুরাইমেল।

আদিপুরুষ পণ্ডিত গোবর্দ্ধন আচার্য্যের বংশধর সুরাই পুতিতুণ্ড গোবর্দ্ধনাচার্য্য হইতে ৮ম ও মহর্ষি ছান্দর হইতে ১৮শ পুরুষ।

আদিস্থান ২৪ পরগণায় ফুটিগোদা কেঁদেটী এতদ্ব্যতিত কলিকাতায়, মহেশ্বরপাশা, খুলনা জিলায় সেনহাটী, ইট্না, নদীয়ায় কৃষ্ণনগর খানাকুল প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গে বরিশাল বাউকাঠী প্রভৃতি গ্রামে কিয়ৎ পরিমাণে আছে।

৬। আচার্য্যশেখরী মেল।

আদিপুরুষ ত্রিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় আদিস্থান খুলনা জিলার মহেশ্বরপাশা। তদ্ব্যতীত যশোহর জিলান্তর্গত ইট্না, কাশীপুর, বালা, সরগুনা, আকুরা, সেনহাটী, রাড়োডাঙ্গা, নিমতা এবং বরিশাল জিলার অধিকাংশ গ্রামে আচার্য্যশেখরী মেলের কুলীন আছে।

৭। পণ্ডিতরত্নী মেল।

আদিপুরুষ দৈবকীনন্দন মুখোপাধ্যায় শ্রীহর্ষ হইতে ২৬শ পুরুষ আদিস্থান হুগলী জিলার অধীন বালী, খানাকুল, উত্তরপাড়া। এতদ্ব্যতীত নদীয়ার নবদ্বীপ, বর্দ্ধমানে কাটোয়ার অধিকাংশ স্থলে এই মেলের কুলীন অবস্থান করে।

৮। বাঙ্গালপাশী মেল।

আদিপুরুষ হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, এই হিরণ্য কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান দেবীবর ঘটক এই বংশের সুকুতের পুত্র।

আদিস্থান নবদ্বীপ ইহা ব্যতিত ২৪ পরগণায় বারাশত হুগলী জেলায় বালী ও শিবপুরে কিয়ৎপরিমাণে আছে; বরিশাল জিলায় বাকাল, বিল্লগ্রাম, কলাবাড়ীয়া ও চন্দ্রহারে এই মেলের কুলীন ছিলেন ইহারা এক্ষণ বংশজ ভাবাপন্ন। বাঙ্গালপাশী মেলের পালুটী পণ্ডিত রত্নী মেল।

৯। ছায়া নরেন্দ্রী মেল।

আদিপুরুষ নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই মেলের আদিস্থান এক্ষণ ঠিক পাওয়া সুকঠিন, ইহা অন্যান্য মেলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বীরভূম জিলায় কিয়ৎপরিমাণে আছে।

১০। মাধাই মেল।

আদিপুরুষ মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এই মেলের আদিস্থান ঠিক করা সুকঠিন। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুণ্ডী (কুড়ী) গোবিন্দপুরের জমিদারগণ মাধাই মেলের কুলীন, তবে এক্ষণ তাহারা ভঙ্গ। ইহা ব্যতীত নদীয়া জিলায় ও বর্দ্ধমান জিলায় কাল্‌না অঞ্চলে এই মেলের কুলীনের বাসস্থান দৃষ্ট হয়।

১১। শ্রীরঙ্গভট্টী মেল।

আদিপুরুষ শ্রীরঙ্গ ভট্টাচার্য্য (পূতিতুণ্ড) ইনি মহর্ষি ছান্দর হইতে অধস্তন ১৮শ পুরুষ এবং পূতিতুণ্ড বংশে মহাকবি গোবর্দ্ধন আচার্য্যের বংশধর। পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য মহারাজ লক্ষণ সেনের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন; তৎকৃত আর্য্য সপ্তশতীগ্রন্থ কাব্য-ভাণ্ডারে অতি আদরণীয় বস্তু। রাঢ়ীয় শ্রেণী মধ্যে পূতিতুণ্ড

বংশীয়েরা অতি পবিত্র এবং বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত সম্বন্ধ নির্ণয় পুস্তকে ইহার ভূয়সী প্রশংসা আছে। শ্রীরঙ্গ ভট্টাচার্য্য উক্ত গোবর্দ্ধনাচার্য্য হইতে অধস্তন ৮মপুরুষ চক্রপাণির বৃদ্ধপ্রপৌত্র এই মেলের আদি স্থান বর্দ্ধমান জিলার অধীন পূতণ্ডা * গ্রামে। তৎপর ক্রমশঃ পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া অন্যান্য মেলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। বরিশাল জিলায় বাকুদিয়া, ‡ কাশীপুর, চন্দ্রহার, গোলনা, হোসেনপুর, কাণ্ডপাশা (নলচিড়া), ভাণ্ডারিকাঠি, শিকা, গোলক প্রভৃতি গ্রামে এই মেলের কুলীনগণ অধিকাংশই ভঙ্গ হইয়া, বংশজ ভাবাপন্ন হইয়াছেন। ফরিদপুর জিলায় কুলপদ্দী, ধীপুর প্রভৃতি গ্রামে। নদীয়া জিলায় অগ্রদ্বীপে। ২৪ পরগণা জিলায় মোগণ্ডা। হুগলী জিলায় ভাটপাড়ায়। মুর্শিদাবাদ জিলায় পূতণ্ডী গ্রামে এবং ঢাকা জিলায় অনেক স্থান, পূততুণ্ডগণের আবাস ভূমি।

১২। চন্দ্রবর্ত্তী মেল।

আদিস্থান ধাত্রী জিলা বর্দ্ধমান, আদিপুরুষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই মেল বর্দ্ধমানে অন্যান্য মেলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। নদীয়ায় বিল্বগ্রামে ও বীরভূমে কিছু কিছু আছে।

১৩। শুভ রাজখানি মেল।

আদি পুরুষ কাটাদিয়ার মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভভরাজ খাঁ,

---

* বর্দ্ধমান জিলায় ৫ মাইল দূরবর্ত্তী পশ্চিমাংশে।

‡ বাকুদিয়ার বংশ হোসেনপুর, কাণ্ডপাশা, শিকা ও ভাণ্ডারীকাঠী গিয়াছে।

ই মেলের কুলীনগণ যশোহর জিলান্তর্গত শঙখালীতে আছে।
রা রায় উপাধি বিশিষ্ট।

১৪। সদানন্দখানি মেল।

আদিপুরুষ মুখটী সদানন্দ খাঁ। বোধখানা ও তৈলকুপীর রায়গণ
ই মেলের কুলীন ইহা ব্যতীত অন্যত্র ইহা অন্য মেলসহ মিশিয়া
য়াছে।

১৫। গোপালঘটকী মেল।

আদি পুরুষ মুখটী গোপাল ঘটক, ইহা অন্য মেল সহ মিশিয়া
য়াছে।

১৬। পারিহাল মেল।

আদি পুরুষ রাঘব চট্টোপাধ্যায়, এই মেল একণ অন্য মেল
হ মিশিয়া গিয়াছে।

১৭। বিজয় পণ্ডিতী মেল।

আদি পুরুষ সাগরদিয়ার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, এই মেল
কণ অন্য মেল সহ মিশিয়া গিয়াছে।

১৮। চাঁদাই মেল।

আদি পুরুষ চাঁদাই বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবলা), এই মেল একণ
য় মেল সহ মিশিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে নামোল্ল
ত্র আছে।

১৯। মালাধর খানী মেল।

আদি পুরুষ মুখটী মালাধর খাঁ, এই মেল অন্য মেল সহ

৩৩। বালি মেল

আদি পুরুষ কেশব চট্টোপাধ্যায়, প্রায় অন্যান্য মেল সহ মিশিয়া গিয়াছে।

৩৪। রাঘব ঘোষালি মেল।

আদি পুরুষ রাঘব ঘোষাল, ডুমরিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘোষাল বংশ এই মেলের কুলীন।

৩৫। সুঙ্গে সর্ব্বানন্দী মেল।

আদি পুরুষ সর্ব্বানন্দ মুখোপাধ্যায়, কচ্চিৎ দৃষ্ট হয়, প্রায় অন্যান্য মেল সহ মিশিয়া গিয়াছে।

৩৬। বিদ্যাধরী মেল।

আদি পুরুষ চট্টো বিদ্যাধর পাঠক, অন্যান্য মেল সহ মিশিয়া গিয়াছে।

শ্রোত্রিয়দিগের স্থান নির্ণয়।

পালধি—বর্দ্ধমানের চুপী ও রাজগাছি মামুদপুর রঙ্গপুর জিলার কুঁড়ী (কুণ্ডী) গোপালপুর নদীয়া জিলার উলা ও ডাঁইহাট মেটিরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান ও হুগলী জিলার ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান সকল।

ত্রিবেণী নিবাসী, বিবাদ-ভঙ্গার্ণব প্রণেতা প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান, বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পালধি বংশের কুলতিলকস্বরূপ। ইঁহার বুদ্ধির নিকট ইংরাজের

ও পরাভূত হইয়াছিল। চুণীর দেওয়ান মহাশয়, যাহার গীত
ত প্রসিদ্ধ, সেই প্রসিদ্ধ রঘুনাথ রায় পালধি বংশের শ্রোত্রিয় ও
দাণীর গীতের আদর্শ স্থল।

পাকড়াশী—বিখ্যাত সর্ব্ববিদ্যা বংশ পাকড়াশী গোষ্ঠী। খুলনার
ন্তর্গত সেনহাটী, ঘাটভোগ বেন্দাগ্রাম এবং ত্রিপুরা জিলার
হারে সর্ব্ববিদ্যা সন্তান বাস করেন। পাবনা জিলার স্থল-
সন্তপুরের পাকড়াশীরা বিখ্যাত॥ কিন্তু ঘটকের গ্রন্থে সন্দিগ্ধ
শ্রাত্রিয় বলিয়া ঘোষণা আছে। নদিয়া জিলায় হরিষপুরের
াকড়াশী অতি প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যশোহর, মুর্সিদাবাদ ও
র্দ্ধমানেও অনেক দেখা যায়।

শিমলায়ী—খুলনা জিলার সেনহাটী, বাগপুরের বিদ্যাবাগীশ-
সন্তান, নদীয়া জিলায় কৃষ্ণনগরের ও রামজোয়ানীর সরকার
গোষ্ঠী অতি প্রসিদ্ধ। হুগলি জিলার শ্রীবয়ার ভট্টাচার্য্য ও বিশেষ
খ্যাত। বরিশাল জিলার টৈঝার ডাকনাম গৈলা গ্রামের এবং
বাগপুরের শিমলাই বিশেষ বিখ্যাত। নদিয়ার রামজোয়ানীর
পূজ্যপাদ ৺ শ্যামাচরণ সরকার স্বয়ং সিদ্ধবিদ্ব। তৎকৃত ব্যবস্থা-
দর্পণ অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। রাজা রামমোহন রায় অপেক্ষা নানা
ভাষার জ্ঞান বিষয়ে ইনি কোন অংশে ন্যূনকল্প ছিলেন না।
পারসী ও ইংরাজী ভাষায় তদপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান ছিলেন।
ইনি হাইকোর্টের প্রধান ইন্টরপ্রেটর ও অনুবাদক পদে অভিষিক্ত
ছিলেন। ইহারপূর্ব্বে ঐ পদে আর কোন বাঙ্গালী পদপ্রবেশ হয়েন
নাই। ইহার বার্ষিক আয় ন্যূনকল্পে অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা ছিল।

কিন্তু তৎসমস্তই কলিকাতার বিদ্যার্থিগণের ও দেশস্থ নিরুপা ও নিরন্ন ব্যক্তিবর্গের হিতার্থ ব্যয়িত হইয়া আসিয়াছে। তেমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি কশ্যপ গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কেশবভারতী বংশের নাম গৌরবের যথার্থ পাত্র এবং শিমলায়ী বংশের রত্ন স্বরূপ। কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্য দেবের গুরু ছিলেন।

বটব্যাল—বরিশাল জিলার নাগপাড়া এবং বাগপুরের ও হোসেনপুরের বটব্যাল নদিয়া জিলার মেটিরী বাঁকা দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের বটব্যাল বিশেষ খ্যাতাপন্ন।

কুশারি—খুলনা জিলার ঘাটভোগ ঢাকা জিলার পিঠাভোগ ও যশোহরের হুদা, ইহাদিগের দ্বারা প্রসিদ্ধ। বরিশাল জিলার বেরমহল গ্রামের কুশারী প্রসিদ্ধ।

কুসুমকুলি—বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশে অনেক আছে, নদিয়া জিলাতেও কম নাই, অন্যান্য জিলায় কিছু কিছু মেদিনীপুরের স্থানে স্থানে অধিক আছে, বরিশাল জিলার নবগ্রামের চৌধুরী বংশ এবং হোসেনপুরের কুসুমকুলীগণ বিখ্যাত। মাষচটক—যশোহর জিলার সেখহাটী ও কলিকাতার তালতলা, বর্দ্ধমান ও হুগলীরও অনেক স্থানে দেখা যায় বরিশাল জিলাতে হয়বতপুর গ্রামে মাষচটক আছে।

অম্বুলী—ত্রিপুরা জিলার বিত্তাকোট গ্রামে অনেক অম্বুলী বাস করেন। উত্তর রাঢ়েও দেখা যায়।

কৌয়াড়ী—যশোহর জিলার আড়ুয়া গ্রামে রাঢ়ী শ্রেণী বলিয়া

কোঁয়াড়ী শ্রোত্রীয় বাস করেন বরিশাল জিলায় মেহন্দীগঞ্জ ষ্টেসনা-ধীন দাদপুরে কোঁয়াড়ী শ্রোত্রিয় আছে।

পারি—যশোহর জিলায় মল্লিকপুর গ্রামের মল্লিক গোষ্ঠী পারি শ্রোত্রীয়। নদিয়া জিলায় গোস্বামী দুর্গাপুর পারির আকর স্থান।

কাঞ্জারী—যশোহর জিলায় সারল কাঞ্জারীর আদিস্থান। নদিয়ার রাজগুরু ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী কাঞ্জারী শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মদহ, বাহিরগাছি, শিমলা ও বাঘ আচড়া ইহাদিগের নিবসতি স্থান। খুলনা জিলায় সেনহাটী গ্রামে অনেক কাঞ্জারী আছেন। অম্বিকা কালনায় ভট্টাচার্য্যগণ এই বংশ বলিয়া পরিচয় দেন।

কাঞ্জারী-বংশ বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও সৎক্রিয়ার জন্যই বিশেষ খ্যাত। এই বংশের রঘুমণি বিদ্যাভূষণের দত্তক চন্দ্রিকা দ্বারা ইংরাজগণ বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুর ব্যবহার শাস্ত্র সমস্ত সভ্য দেশের ব্যবহার শাস্ত্র অপেক্ষা অতি বিশদ। রঘুমণি নদীয়ার রাজগুরু ভট্টাচার্য্য। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য, অম্বিকার বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী-প্রভৃতি, এবং এই বংশের পরিচয় প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

শিথলাল (শিতল গাই)—নদিয়া জিলায় মহেশপুরের ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী অতি প্রসিদ্ধ। অন্য স্থানেও অনেক আছেন। কিন্তু নদিয়া জিলার বাসীশ্বর বেজপাড়ায় হাজরাগণ মহেশপুরের ভট্টাচার্য্যদিগের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত। বরিশাল জিলায় গোলক গ্রামের শীতল গাই প্রসিদ্ধ।

বিখ্যাত। যশোহরের চেঙ্গুটে পরগণা শুড়ের আদিস্থান। ফরিদপুরের জিলায় কোটালীপাড়ার শুড়গণ বিখ্যাত। বরিশালে গোবিন্দপুরের শুড়গণ বিখ্যাত।

পিপলাই—শান্তিপুরের উড়ে গোস্বামী, হালী সহরের পিপলাই বরিশাল জিলার নাগপাড়াগ্রামের পিপলাই অবিরাম কুলক্রিয়দ্বারা বিখ্যাত। বরিশাল জিলার গৈলা ও হোসেনপুরের পিপলাইগণ বিখ্যাত।

হড়—নদিয়া ও চব্বিশ পরগণায় ইছাপুর ও গোবরডাঙ্গার হড় গোত্রিয় কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। ইহাতেই কুলীন মধ্যে হড় সিদ্ধান্তী দোষ হইয়াছে। যশোহরের গদাখালিতেও হড় শ্রোত্রিয় আছেন। খুলনা জিলায় সেনহাটি এবং কালিয়া (যশোর) গ্রামে হড় শ্রোত্রিয় বাস করেন।

গড়গড়ি—বর্দ্ধমান জিলায় মাই গ্রামের চৌধুরী এবং মেদিনীপুরের মানভূম ও সিংহভূমের অনেক স্থলে কিয়ৎপরিমাণে দেখা যায়।

নন্দীগ্রামী—বাকুড়া জিলায় চাচর, হুগলী জিলায় বাস্তুয়া, মেদিনীপুরের আড়া প্রভৃতি গ্রামে নন্দীগ্রামী শ্রোত্রিয় অধিক পরিমাণে আছে।

সাহরী—সাহরী গ্রামী শ্রোত্রিয়গণের অনেকেই বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে হীন নহেন। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত চূড়ামণি, শূলপাণি মহোদয় সাহরিয়াল শ্রোত্রিয়। ইহার বংশ পশ্চিম রাঢ়ের অনেক স্থলেই বিদ্যমান আছেন।

বসুয়ারী—বর্দ্ধমান জিলায় রায় গ্রাম, মামুদপুরপটি, বিষ্ণুপুর ধাত্রী গ্রাম ও বাধাগাছির বসুয়ারিগণ কুলকার্য্যে বিশেষ খ্যাত ইহাদিগের উপাধি রায়।

পূর্ব্বগ্রামী—বরিশাল রায়েরকাঠীর পূর্ব্বগ্রামী বিখ্যাত।

কুন্দগ্রামী বংশের কথা।

সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ-প্রমুখ কুন্দগ্রামীর মূলপুরুষ রাজাধর, তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষ রোষাকর। ইনি বল্লালের নিকট হইতে সসম্মানে কৌলীন্য পদ লাভ করেন, অর্থাৎ পঞ্চ গোত্রের কৌলীন্য পদ প্রাপ্ত ১৯ জনের মধ্যে ইনি একজন, দেবীবরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুলীন ছিলেন। মেল বন্ধন সময় দেবীবরের সহিত মতের অনৈক্য হওয়ায় কুন্দগ্রামীবংশ কৌলীন্যচ্যুত হন, কুন্দ-গ্রামিগণ সদাচার এবং বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহাদের আদি স্থান বাঁকুড়া জিলায় কুন্দীগ্রাম। ইহা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের হুগলী প্রভৃতি, পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা বিক্রমপুর-ফুল্লশালী গ্রামের বিদ্যা-লঙ্কার বংশ এবং বরিশাল জিলায় বাগধা, শিকারপুর, রূপাতলী ও বাইশারীর কুন্দগ্রামিগণ বিখ্যাত।

শাস্ত্রোক্ত বিবাহ বিধান।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যে সমুদায় শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া
াছেন, সামান্ত সমাজনীতির অনুরোধে তাহার অবমাননা
যে কতদূর অহম্মুখতা প্রকাশক, তাহা বর্ণনাতীত। প্রাচীন
্য ঋষিগণ বিশেষতঃ মনুর নির্দ্ধারিত ৮ প্রকার বিবাহ শ্রেষ্ঠ
র্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। যথা ;—

ব্রাহ্ম দৈব স্তথৈ বার্ষ প্রাজাপত্য স্তথা সুরঃ
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস,
শাচ এই আট প্রকার বিবাহ।

১। ব্রাহ্ম।

যেস্থলে স্বয়ং কন্তাদাতা কন্তাকে যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা
রিয়া অধীত বেদ ও আচারপূত পাত্রে কন্তা দান করেন
াহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।

২। দৈব।

আরব্ধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া পুরোহিতের কার্য্য করিতেছে, ঈদৃশ
াত্রে, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া কন্তাকে যে দান, তাহাকে
দব বিবাহ বলে।

৩। আর্ষ।

ধর্ম্মার্থে বরের নিকট হইতে এক বা দুই গো গ্রহণ করিয়া

(যজ্ঞ বিশেষ সিদ্ধির নিমিত্তক) ঐ গোষয়ের সহিত বিধি পূর্ব্বক যে কন্যাদান, তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে।

৪। প্রাজাপত্য।

উভয়ে এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, বাক্য দ্বারা এই নিয়ম করিয়া বিবাহার্থী বরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে কন্যাদান তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।

৫। আসুর।

কন্যার সুখ স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত কন্যা বা কন্যার পিতৃপক্ষকে শক্ত্যানুসারে ধন দিয়া যে কন্যা গ্রহণ তাহাকে আসুর বিবাহ বলে।

৬। গান্ধর্ব্ব।

কন্যা ও বর উভয়ের অনুরাগ বশতঃ যে মিল হয় তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে।

(৭) বলপ্রয়োগপূর্ব্বক কন্যা হরণ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

(৮) নিদ্রায় অভিভূতা ও মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানা কন্যাকে নির্জ্জনে সম্ভোগ করার নাম পৈশাচ বিবাহ।

ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য এই তিন প্রকার বিবাহেই বর পক্ষ হইতে কিছু গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই, বরং বরকে স্বেচ্ছামতে যথাশক্তি দান, পূজনের বিধান বিহিত আছে। গান্ধর্ব্ব ও পিশাচ বিবাহ কাম সম্ভব মৈথুনাধীন, ধন ব্যয়ের আবশ্যক নাই। রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্যবস্থেয় ছিল। সেখানে রক্তপাত ইত্যাদি ব্যতীত কোন দান সামগ্রী যৌতুকাদির উল্লেখ পাওয়া

য় না। আর্ষ বিবাহে বেদের দোহাই মতে শুধু যজ্ঞের নিমিত্ত
া যুগল গ্রহণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আসুর বিবাহে বর
ক হইতে যে ধন কন্যাপক্ষীয় লোকের নিকট অথবা কন্যার
িকট দেওয়া নির্দ্দেশ আছে, ঐ ধন দান ও গ্রহণ কন্যার ভূষণার্থ
নুকম্পামূলক, উহাকেই স্ত্রীধন বলে।

উঢ়য়া কন্যয়া বাপি পত্যু পিতৃগৃহেঽথবা
ভর্ত্তুঃ সকাশৎ পিত্রোর্ব্বা লব্ধ সৌদায়িকং স্মৃতং

কাত্যায়ন-ব্যবস্থা সর্ব্বস্ব।

কন্যা পতির গৃহ অথবা পিতৃ গৃহের কেহর নিকট হইতে
থবা ভর্ত্তার নিকট হইতে যে ধন প্রাপ্ত হন্, তাহাকে সৌদা-
ক বা স্ত্রী ধন বলে।

লোভাধীন কন্যার পিতা তাহা গ্রহণ করিলে তাহাকে আসু-
রক বিবাহ বলে না, তাহাকে বলে বিক্রয়। মনু বলিয়াছেন;—

যাসাং না দদতে শুল্কং জ্ঞাতয়ো নসবিক্রয়ঃ
অর্হনং তৎকুমারীণা মানৃশংস্যঞ্চ কেবলং

মনু অঃ ৪।

যে কন্যার জ্ঞাতিরা শুল্ক-পণ গ্রহণ করেন না, সে বিক্রয় নয়।
মারীর ভূষণার্থ যে অলঙ্কার প্রভৃতি দান, সে-কেবল অনুকম্পা-
লক এবং সেই ধন ঐ কুমারীর স্ত্রী-ধন বলিয়া থাকে। আসুর
বাহে যদি কিছু ধনাদি দেওয়ার বিধান আছে, তাহা কন্যারই
য়। অতএব ঐ স্ত্রীধন কন্যার পিতৃপক্ষের কেহ নিজ ব্যবহার
রিলে শাস্ত্রানুসারে নিরয়গামী হয়। যথা—

স্ত্রীধনানিতু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারী যানানি বস্ত্রং বা তে পাপাযান্ত্যধোগতিং॥

মনু ৩।৫২

যে বান্ধব কন্যার যান বস্ত্র ধন মোহ ক্রমেও ভোগ ক
সেই ব্যক্তি নরকগামী হয়। উপরোক্ত বিধান মধ্যে আ
কোন্ নিয়মে বিবাহ হয়; পাঠকগণ অবগত না আছেন এ
নহে।

বিবাহ কালীন "তুভ্যমহ সম্প্রদদে" এই মন্ত্র পাঠ ক
কন্যা প্রদান করিলে, বর স্বস্তি বলিয়া এই প্রতিশ্রুতে কন্যা
ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিবে যে, বিবাহ সংস্কার, যে সময় অ
বাহিত হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে যে পর্য্যন্ত কন্যা (বরের স্ত্র
জীবিতা থাকিবেন তাবৎকাল তাহার সমস্ত বিষয়ের ভারই বর
বহন করিতে হইবেক। বিবাহ কালীন বরের স্বস্তি বলি
কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণের পর, সম্প্রদান কর্ত্তা বরকে বলিবে
"তুমি ধর্ম, অর্থ, কাম বিষয় ভার্য্যার সহিত একত্র মিলিত হই
কার্য্য করিবে" বর তথাস্তু বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া কামস্তুতি প
করিবে। যথা;—

তুভ্যমহমিতি প্রোচ্য দদ্যাৎ সম্প্রদদে বদন্।
বর স্বস্তীতি শীবুর্য্যাৎ সম্প্রদাতা বরং বদেৎ॥
ধর্ম্মে চার্থেচ কামেচ ভবভা ভার্য্যয়া সহ।
বর্ত্তিতব্যং বরো ব্রূয়াত্ ব্রূয়া কামস্তুতিং পঠেৎ॥

মহানির্ব্বাণ ৯।২৫০।২৫১

ভার্য্যা শব্দের অর্থ কি? ভার্য্যা (ভৃ + ণ্যণ্) ভরণ করা যাহাকে; আজীবন তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে হইবে। যে সকল বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ কুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিজকে নিজে ভাগ্যধর মনে করেন, আজ্ কাল্কার প্রথানুসারে প্রচলিত প্রকৃত ঘটনা মূলে স্থায়ের অনুরোধে ভার্য্যা শব্দের কিরূপ ব্যাখ্যা করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গত হয়, তাহা বলুন না। আপনি একটু মীমাংসা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন; যেহেতু কুলীন বরে অর্পিত ভগিনী বা দুহিতার আমরণ ভরণপোষণের ভার আপনারাই লইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময় বিবাহ কর্ত্তা কুলীন বর মহাশয় শিলাচক্র সম্মুখে শাস্ত্রোক্ত বচনানুসারে প্রতিশ্রুত হইয়া ভার্য্যাকে যেরূপ ভরণপোষণ করেন ও যেরূপ সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্ম অর্থভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষা করেন তাহা বোধ হয় পাঠক মাত্রের অবিদিত নাই।

অবিবাহিতা ঋতুমতা দর্শন।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় ঋতুমতী হইলে, তাহার যোনিজ জীব পিতৃকুল পিতা পিতামহের মুখে পতিত হইবেক। প্রমাণ যথা

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কাল দোষতঃ॥
সংপ্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে
তদা তস্যাস্তু কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতং।
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাং
যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদ মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাংক্তেয়ঃ সবিপ্রো বৃষলীপতিঃ।

উদ্বাহ তত্ত্ব। যম

আট বৎসরে গৌরীদান ও নবম বর্ষে রোহিণী দানের
হয়, দশম বর্ষ বয়সে কন্যা অবস্থা থাকে; তৎপর একাদিন প
রজঃস্বলা সংজ্ঞায় ধর্ত্তব্য। কন্যাকে অবিবাহিতা অবস্থায় রজঃস্ব
দর্শন করিলে মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিনজন নরকগা
হয়। যে ব্রাহ্মণ মদমত্ত হইয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করে
সম্ভাষণের অযোগ্য ও তাহাকে লিয়া এক পংক্তিতে বসা
ভোজন করা নিষিদ্ধ। কারণ সে বৃষলীপতি।

পৈঠিনসী কহিয়াছেন,—

প্রাগ্‌রজোদর্শনাত্তে তস্যাঃ তাবদেব দেয়া। যদ ঋতুমতী ভব
কন্যা প্রতিগ্রহীতারঞ্চ নরক যাথোতি পিতৃপিতামহ প্রপিতামহাশ
বিষ্ঠায়াং জায়তে। তস্মাৎ নগ্নিকা দাতব্যা।

অর্থাৎ রজ দর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবেক। য
কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, তবে দাতা প্রতিগ্রহীতা উভয়

নরকগামী হয়, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠার অন্ন-গ্রহণ করে অতএব ঋতু দর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবেক।

যাবত্তু কন্যা মৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ
সকামামপি চাভ্যর্থমানাং তাবন্তি ভ্রূণানি
হতানি তাভ্যাং মাতা পিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ।

বিষ্ণু সংহিতা।

কালেঽদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।

মনু ৯।৪।

ব্যাস কহিয়াছেন;—

যদি সা দাতৃ বৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা
ভ্রূণহত্যাশ্চ তাবত্যঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ॥

২য় অধ্যায়।

যে ব্যক্তি কন্যাদানের অধিকারী, যদি তাহার দোষে কুমারী ঋতু দর্শন করে তবে কুমারী অবিবাহিতা অবস্থায় যতবার ঋতুমতী হয়, সে ততবার ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হয় এবং যথাসময় বিবাহ না দেওয়াতে পতিত হয়।

পরাশর কহিয়াছেন;—

প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতং॥

দ্বাদশবর্ষ উপস্থিত হইলে যে কন্যাদান না করে, তাহার পিতৃলোকেরা মাস মাস সেই কন্যার ঋতুর শোণিত পান করেন।

উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত বচন প্রণেতা ঋষিগণ এরূপ কোন নিয়ম বলিয়া যান নাই যে, "বহুকাল পরে বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি হইলে, দেবীবর মেলবন্ধন করিলে পর আমাদের উপরোক্ত আদেশ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কুলীন কুলে বর্ত্তিবে না। পরন্তু বংশজ, শ্রোত্রিয় নামধারী ব্রাহ্মণেরা মাত্র উহা পালন করিবেন, এইরূপ আদেশে করিয়াছিলেন কি না তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কুলীনগণের বৃষলত্ব প্রাপ্তি।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় ঋতুমতী হইলে সে বৃষলী (শূদ্রা) হয়। যথা ;—

পিতৃ বেশ্ম নি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্য সংস্কৃতা।
সাঃ কন্যা বৃষলীজ্ঞেয়া হরতাং ন বিদুষ্যতি॥

বিষ্ণু সংহিতা ৪।২৫

উল্লিখিত ঋতুমতী কন্যা যে বিবাহ করে, সে বৃষল। শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে ;—

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্য সংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥
যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞান দুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাংক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্ বৃষলীপতিং॥

ক.৩৭।

যে অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে রজঃস্বলা হয়, তাহার পিতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হন এবং সেই কন্যাকে বৃষলী বলে। যে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ, সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে; সে অশ্রাদ্ধেয় (তাহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধ নষ্ট হয়) অপাংক্তেয় (তাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে পাপ জন্মে) এবং সে বৃষলীপতি। পরাশর কহিয়াছেন;—

যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলী সেবনং দ্বিজঃ।

স ভৈক্ষ্যভুগ্‌জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্বিশুদ্ধ্যতি ॥

যে দ্বিজ এক রাত্রি বৃষলী সেবন করে, সে তিন বৎসর প্রতি-দিন ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও জপ করিয়া শুদ্ধ হয়। বৃষলীগমনের প্রায়-শ্চিত্ত ত্রৈবার্ষিক ব্রত তদনুকল্প ৪৫টি ধেনু দান।

বৃষলীপতিং যাচয়েদেয়াভুক্তান্নং তস্য যোনয়ঃ।

গোহত্যা শতকং সোঽপি লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ২৭ অধ্যায়।

যে বৃষলীপতির নিকট যাজনা করে, যে ব্যক্তি তাহার অন্ন খায়, সে শত গোহত্যার পাপ লাভ করে; এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

অবিবাহিতা অবস্থায় কন্যার ঋতু দর্শন, ঋতুমতী যুবতীর পাণিগ্রহণ, ভার্য্যাভিগমন, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ঘোরতর পাপজনক ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা হিন্দুত্ব বিনাশ হইয়া বৃষলত্ব প্রাপ্তি হয়, এই হেতু চণ্ডাল, মুচী প্রভৃতি নীচ জাতির মধ্যেও এ রূপ পাপপ্রথা নাই। অতএব যাহারা প্রকৃত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন,

তাহাদের এ হেন শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্য সমর্থন করা কতদূর সঙ্গত তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উপরোক্ত প্রমাণাদি কেহ উল্লেখ করিলে স্বার্থান্ধ ঘটকসমূহ ও কোন স্বার্থান্ধ কুলীনপুঙ্গব অমনি মনুর ৯ম অধ্যায়ের ৮৯ শ্লোকটি বলিয়া হয়ত আস্ফালন করিতে পারেন। শ্লোকটি এই—

কামমা মরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

ইহারা কি বুঝিতে পারেন না ? যে—

বরং মাতৃবধঃ কার্য্যো বরং গোমাংস ভক্ষণং।
সুরাপানং বরং প্রাহুর্নৈকাদশ্যাস্তু ভোজনং॥

উল্লিখিত বচনানুসারে কি আর্য্য ঋষিরা মাতৃবধ কি গোমাংস ভক্ষণ করিতে বলিয়াছেন ?

বরং মাতৃবধঃ কার্য্যো নৈকাদশ্যাস্তু ভোজনং।

এই বচন দ্বারা কি মাতৃবধ বিধেয় হয় ?

যেরূপ এই বাক্যদ্বারা একাদশীতে ভোজন বিষয় মাতৃহত্যা পাপরূপ নিন্দা প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেইরূপ প্রকৃত মনু বচন দ্বারা কথিত হইয়াছে, "বরং ঋতুমতী হইয়া গৃহে থাকিবে, তথাপি কন্যাকে নির্গুণ পাত্রে প্রদান করিবে না।" ইহাদ্বারা কন্যাকে গুণযুক্ত পাত্রেই দানের আবশ্যকতা মাত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে ; নির্গুণ পাত্রে দান করিলে, ঋতুমতী দানের ন্যায় নিন্দা মাত্র করা হইয়াছে ; তদ্ভিন্ন ঋতুমতী হইয়া মরণ পর্য্যন্ত থাকিবে, মনুর ইহা অভিপ্রেত নয়। মনু বরং বলিয়াছেন ,—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি।

মনু ৯।৮৮।

আচারপূত স্বরূপ স্বজাতীয় বর পাইলে কন্যা বিবাহ যোগ্যা না হইলেও উহা যথাবিধানে সম্প্রদান করিবে। মনু আরও লিয়াছেন ;—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
না কন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্ত ধর্ম্ম ক্রিয়াহিতাঃ॥

৮।২২৬।

বিবাহ মন্ত্র কন্যাদিগের বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অকন্যাদিগের বিষয় নহে ; অকন্যাদিগের ধর্ম্ম ক্রিয়ার অধিকার লোপ হইয়া গিয়াছে। অকন্যা অর্থ অবিবাহিতা ঋতুমতী কন্যা (বৃষলী)। বৃষলীদিগের ধর্ম্মাচরণে অধিকার নাই। এক্ষণ পাঠককে বলিতে হইবে, কুলীনগণের বৃষলত্ব প্রাপ্তির মূল কি ? বুঝিয়া লইবেন, মূল সেই দেবীবরী মেল বন্ধন ও তদঘটিত কন্যার কুল থাকার প্রথা।

কুলীনগণের স্বযোনাদোষ। *

কুলীনগণের মধ্যে মাতামহ সপিণ্ডে বিবাহ, মাতা ও বিমাতার সাক্ষাৎ ভগ্নী বিবাহ, মাতুল কন্যা বিবাহ "নিত্য নৈমিত্তিক

* সর্ব্বানন্দী মেল, হরিমজুমদারী মেল, দেহাটা মেল, আচম্বিতা মেল এবং ...রী মেলের কুলীনগণ স্বযোনা দোষে দোষী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কার্য্য" ইহাকেই স্বযোনাদোষ কহে। নীচ জাতি চণ্ডালেরও বোধ হয় স্বযোনা দোষ নাই। স্মৃতি কহিয়াছেন;—

সপ্তমীং পিতৃ পক্ষাচ্চ মাতৃ পক্ষাচ্চ পঞ্চমীং।
উদ্বহেত্‍দ্বিজোভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনানৃপ॥

দ্বিজ, পিতৃ পক্ষে সপ্তমী মাতৃ পক্ষে পঞ্চমী কন্যা পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়ানুসারে যথাবিধি ভার্য্যা পরিগ্রহ করিবে।

ব্যাস কহিয়াছেন;—

মাতুঃ সপিণ্ডা যত্নেন বর্জ্জনীয়া দ্বিজাতিভিঃ।

দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক মাতামহের সপিণ্ড কন্যা যত্নক্রমে বর্জ্জন করিবে। মাতামহের সপিণ্ড কন্যার কন্যা ইত্যাদি রূপে পঞ্চমী কন্যা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবে। ব্যাসঃ—

সগোত্রাং মাতুর প্যেকে নেচ্ছন্ত্যুদ্বাহ কর্ম্মণি।
জন্ম নাম্নো রবি জ্ঞানে উদ্বহেদন্তি শঙ্কিতঃ॥

কেহ বিবাহ করিতে মাতামহের স্বগোত্রাও ইচ্ছা করে না; জন্ম নাম জানা না থাকিলে সগোত্রে বিবাহ করিবে। মাতামহ বংশের জন্ম নাম জানা থাকিলে মাতামহ বংশেও বিবাহ করিবে না। এইরূপ শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট হইতেছে, মাতামহের সপিণ্ড কন্যা পরম্পরা ও পঞ্চমী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবে, এবং মাতামহ বংশের জন্ম নাম বংশ পরম্পরা জানা থাকিলে, মাতামহের ঊর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষের কন্যাও বিবাহ করিতে পারিবে না। মাতামহের সপিণ্ড কন্যা বিবাহ করিলে ঐ স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব হইবে না। যথা;—

মাতৃ সপিণ্ডাদি-পঞ্চিত্রকন্যাত্যো ভার্য্যাত্বেনৈব তদগতি।

মনু ৩।১১ কুল্লুক ভট্ট।

মাতৃ সপিণ্ডাদি কন্যা বিবাহ করিলে ঐ বিবাহিতা স্ত্রীকে মাতৃ ন্যায় ভরণ পোষণও বাধ্য করিবে, কারণ ঐরূপ কন্যাতে উপগমন করিবে না। মাতামহের সপিণ্ড কন্যা বিবাহ করিলে তত শূদ্রত্ব—প্রাপ্তি হয়।

উদ্বাহতত্ত্বে নারদ কহিয়াছেন :—

পঞ্চমে সপ্তমে চাপি যেষাং বৈবাহিকী ক্রিয়া।

তে চ সন্তানিনঃ সর্ব্বে পতিতাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।

মাতামহের পঞ্চম ও পিতৃপক্ষের সপ্তম পুরুষের মধ্যে যাহার বিবাহ ক্রিয়া হয়, তাহার এবং তাহাদের সমস্ত সন্তান পতিত শূদ্র হইবে।

পূর্ব্বকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া অধুনা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও জানিতে পারা যায়, কুলীনগণ কিরূপ অস্বাভাবিক কার্য্য করিয়া থাকেন? মাসতুত ভগ্নী, মামাত ভগ্নী, ভাগিনেয়ী প্রভৃতি যাহাদিগকে ছেলেবেলায় কোলে নিয়া আদরে সোহাগ প্রদর্শন করেন সর্ব্বদা যাহাদের "দাদা" ও "মামা" সম্বোধনে কর্ণ পবিত্র করিয়াছেন; কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিয়া যাহাদের স্বামী স্ত্রীভাবে ঘরকন্না করিতে হয়, তাহাদের মনঃকষ্ট কতদূর নীচতার গভীর ইহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যোগ্য কুলকলঙ্কী ব্যক্তি ইহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই, যাহার অন্তঃকরণে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিদ্যমান আছে; এই সব কার্য্য তাহার পক্ষে নিশ্চিতই মৃত্যুবৎ সন্দেহ নাই।

আমরা জানি বাঁহারা এই সকল অস্বাভাবিক ও অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে সকলেই যে অশিক্ষিত অপরিণামদর্শী তাহা নহে। কুলীনদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া থাকেন ৩টী কারণে তাহাদের ঐরূপ কার্য্য করিতে হয়

(১) মেল ঠিক রাখিয়া সম্বন্ধে কার্য্য করিতে হয়। (২) বিনিময় ঘরের অবস্থানুযায়ী বরের অভাব। (৩) কুলীনদিগের মধ্যে সমান পর্য্যায় (পৌত্র—পৌত্র) ঠিক রাখিয়া কার্য্য করা।

আমরা দেখিতে পাই নিম্নলিখিত কারণে কুলীনগণ উপরোক্ত ত্রিবিধ প্রকারে বিপন্নাপন্ন হন্।

(ক) কৌলীন্য প্রথা সংক্রান্ত প্রকৃত ইতিহাস এবং মেল বন্ধনের প্রকৃত মর্ম্ম সমাজস্থ দশের আনা লোকের অপরিজ্ঞাত থাকা এবং তজ্জন্য কন্যাগত কুলের প্রশ্রয় দেওয়া।

(খ) বহু পুরুষ পরম্পরা পর্য্যায়ে প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ এবং অযাচিত ও অতিরিক্ত সামাজিক সম্মান প্রাপ্তি।

(গ) উপরোক্ত ত্রিবিধ কার্য্যের বিপর্য্যয় ঘটিলে চারিদিকে নিন্দা ও মানহানীর আশঙ্কা।

মেলবন্ধনের ফলে কুলীনগণ যেরূপ অধঃপতিত হইয়াছেন তাহা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আরও দেখান যাইতেছে— হিন্দুদিগের মধ্যে ঐরূপ পুত্র অভাবে "দত্তক চন্দ্রিকা" ও দত্তক মীমাংসা প্রভৃতি [illegible] ব্যবহার [illegible] দত্তক পুত্র [illegible] নিয়ম প্রচলিত আছে; কিন্তু মেল বন্ধনের ফলে কুলীনগণের দত্তক [illegible] নিষিদ্ধ। কৌলীন্য [illegible]।

ন যে, সংমিশ্রণিত যেন বন্ধন মানিয়া চলিতে হইলেই বহু
হ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে, সুতরাং কুলীনগণের মস্তক
পর প্রয়োজন হইবে না। উপরোক্ত নিয়মের ফলে এস্থলে
ও একটী কুক্রিয়ার উল্লেখ করা যাইতেছে, নিকস্ কুলীন
কেহ ভঙ্গ হইলে (অর্থাৎ বংশজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে)
ন তাহার পিতামাতার শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে না। ভঙ্গ
লেই পিতামাতার পিণ্ড লোপ হইল, যে সমাজ এতদূর অধর্ম্ম-
ক নীচতাব্যঞ্জক গোড়ামিতে পরিপূর্ণ, তাহার পরিণাম ফল কি
াছে ও হইতেছে তাহা দেখিবার ও ভাবিবার বিষয় বটে।

বহুবিবাহ।

বর্ত্তমান সময় কুলীনদিগের মধ্যে যেরূপ বহুবিবাহ প্রচলন
াছে, বোধ হয় আচণ্ডাল সকলেই তাহা অবগত আছে। বর্দ্ধমান-
ত্র বহুবিবাহ-কাণ্ড যে কতদূর শাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহা বর্ণনাতীত।
ু বিবাহের নিয়ম নিম্নলিখিত বচনদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন;—

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥

মনু ৩।

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন
রিয়া সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥

মনু ৫।১৬৮

পূর্ব্ব মৃত স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পুন দারপরিগ্রহ ও পুনর্ব্বার অগ্ন্যাধান করিবে।

বন্ধ্যাষ্টমেহধি বেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ মনু ৯।৮১

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টমবর্ষ অপেক্ষা করিয়া, মৃতপুত্রা হই দশমবর্ষ অপেক্ষা করিয়া, কেবল কন্যা প্রসব করিলে একাদশ অপেক্ষা করিয়া, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরে অধিবেদন (বিবাহ) করিবে।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্ম কার্য্য ও পুত্রপ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে না। যথা ;—

ধর্ম্ম প্রজাসম্পন্নেদারে নান্যাং কুর্ব্বীত।

আপস্তম্ব ২।৫।১২

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥

পত্নী সুরাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষিণী সত অর্থনাশিনী বা রোগগ্রস্তা হয়, তাহা হইলে পুরুষ দারান্তর গ্র করিতে পারে।

উল্লিখিত শ্রুতি স্মৃতি নিবন্ধ বাক্য শাস্ত্রে থাকিলেও স প্রভৃতিকে পদদলিত করিয়া যে সকল ব্যক্তি আপন পাপাভিলা

পূর্ব করিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিক মনুষ্য বা মানব নামের উপযুক্ত নহে; শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন;—

নৈকজাতে তু কন্যে দ্বে পুত্রয়োরেকজাতয়োঃ।
ন পুত্রীদ্বয়মেকস্মিন্ প্রদদ্যাৎ কদাচন।

এক ব্যক্তির দুই পুত্রকে দুই কন্যা অথবা এক পাত্রে দুই কন্যা কদাচ দান করিবে না

এইরূপ শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও কুলাভিমানী কুলীনগণ ইহা হইতে বিরত হন না। অনেকে বলিয়া থাকেন "আজকাল বহু বিবাহ অনেক কমিয়া গিয়াছে" আমরা এস্থলে ১৮ গণ্ডা বিবাহ-কারী কলসকাঠি নিবাসী ঈশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নাম বলিতে চাহি না; সম্প্রতি ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক জনৈক মুখোপাধ্যায় এই বয়সে চারিটী বিবাহ করিয়াছেন। বরিশাল কলসকাঠির নিকটবর্ত্তী এক গণ্ডগ্রামে ১৩০২ সালেও এক বরে এককালীন চারিটী কন্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

মনু বলিয়াছেন, যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা সন্তোষচিত্তে কালযাপন করেন, সেই কুলে দেবতারা প্রসন্ন হন, আর যে কুলে ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা দুঃখিতা হইয়া শাপ প্রদান করে, সে কুল ধন, পশ্বাদির সহিত সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথা,—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।

পত্নী বলে। স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে কোন্ স্থলে দ্বিতীয়বার বিব
করিলে শাস্ত্র সঙ্গত হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াে
শাস্ত্রানুসারে এ স্থলে সবর্ণা, অসবর্ণা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা বুঝি
হইবে যে,—সবর্ণা ভার্য্যা হইলেও নির্দ্দোষভাবে শাস্ত্রমতে প্র
বিবাহিতা পত্নী বিদ্যমান থাকিলে উক্ত "সবর্ণা," "অসবর্ণা" বলি
গণ্য হইয়া কামপত্নী সংজ্ঞায় পরিগণিত হইবে।

হিন্দুর বিবাহের সহিত অপর জাতির বিবাহ তুলনা করি
দেখিলে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে; যেহেতু মুসলমান প্রভৃ
অপরাপর জাতির বিবাহ বৈধ সন্তানোৎপাদনার্থ স্ত্রী পুরুষে
একত্র বসবাস ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু হিন্দুর বিবা
সেরূপ নয়, হিন্দুর বিবাহ পাশব আচরণশীল কোন নিয়মো
অধীন নহে, ইহা স্বর্গীয় নিয়মে আচ্ছাদিত। হিন্দুর পতি পত্নী
একই শরীর মনে করিয়া দাম্পত্য প্রেম রক্ষা করিবে, এজন্য
পত্নীকে জায়া বলে। জায়া অর্থঃ—স্বামী পত্নীর গর্ভে পুন
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য পত্নীকে জায়া বলে। পত্নী
পতির চিরানুগামিনী থাকিবে এবং বিবাহিত স্ত্রীলোক কখন
স্বাধীন ভাবে থাকিবে না।

হিন্দু স্ত্রীলোককে, কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবন অবস্থায়
স্বামী ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা রক্ষা করিবে। যথা:—মনুঃ

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে,
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

দম্পতি মধ্যে কোনও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিলে উভয়েই পরস্পর অর্দ্ধাংশভাগী হইবে; স্বতন্ত্রা হইয়া কদাপি কোন কার্য্য করিবে না। যথা:—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি

মনু ৫।১৪৭

স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতিই হউন বা বৃদ্ধাই হউন, গৃহেতে কোন কর্ম্ম ভর্ত্তা হইতে স্বতন্ত্রা হইয়া করিতে পারিবেন না। এ নিমিত্ত আমিও এরূপ দম্পতি বিরল নহে যে কোনও তীর্থক্ষেত্রে (গয়া, কাশী ইত্যাদি স্থানে) স্বামী স্ত্রী উভয়েই একত্র গমন করিলে স্বামী কোনও ধর্ম্ম কার্য্য করিতে বসিলে, স্ত্রী তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে, যেহেতু তিনি উপার্জ্জিত ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশভাগিনী। এস্থলে সেই পত্নী কে? সে ধর্ম্মপত্নী। কাম-পত্নীর সে অধিকার নাই, এমন কি প্রকৃত 'স্বামী স্ত্রী' বলিতে গেলে কামপত্নী, পত্নী নামেরই যোগ্য নহে। তদ্দ্বারা তদীয় পতির পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ ব্যতীত আর কিছুই হয় না।

আজকাল আবার বহুবিবাহ নিয়া আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার সভা হওয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় তৃতীয় সম্প্রদায়ও অধিক পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাতে ঐ সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী হইতে অধিকাংশ তৃতীয় জন্য এইটুকু উক্তির কথা বলিতেছেন যে "একাধিক বিবাহ করিব না" আমরা বলি যে এ প্রতিজ্ঞা প্রশংসার্হ বটে;

কিন্তু "মেল বন্ধন কি কৌলীন্য প্রথার অন্যান্য পাপ উপকরণগুলি বজায় রাখিয়া উপরোক্ত প্রতিজ্ঞার ফল এই হয় যে, পূর্ব্বে যে সকল কুলীন কুমারীর আইবুড়া দোষটির খণ্ডন হইত, এক্ষণ তাহাও হইতেছে না—কি হইবে না। প্রবীণ ব্যক্তি একটু তলাইয়া দেখিলেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময় যাত্রা, থিয়েটারে এই পাপ প্রথা অবলম্বন করিয়া যেরূপ "সং" ইত্যাদি সজ্জিত হয়, তাহা বড়ই দুঃসহ ও মর্ম্মপীড়ক। "বিবাহ বিভ্রাট" "উভয় সঙ্কট" ইহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। এই সমুদয় জানিয়া ও দেখিয়া কেন যে বিদ্বন্মণ্ডলীর মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয় না বুঝিতে পারি না। পাঠক মহাশয় এই অনর্থের মূল কারণ বুঝিয়াছেন কি? মূল সেই দেবীবরী মেল বন্ধন ও বংশাগত কুল থাকার প্রথা।

দোপোড়া বিবাহ।

যে মেয়ের দুইবার বিবাহ হইয়াছে তাহাকে দোপোড়া বিবাহ বলে। কুলীনগণ এই দোপোড়া প্রভৃতি দুষ্মেলে উৎপন্ন হয়, ফুলিয়ার চট্ট বংশীয় পুত্র [illegible] কন্যা প্রথমতঃ [illegible] প্রথম হয়, পরে সেই কন্যা আবার [illegible] [illegible] বিবাহ [illegible] হইলে [illegible] দোপোড়া দোষ। [illegible] [illegible] কন্যা প্রথমতঃ [illegible] মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবাহিত হয়, [illegible] তাহার [illegible] ঘোষ [illegible] উপস্থিত হওয়ায় বহুবার

ঐ বিবাহিতা কন্যাকে পুনর্ব্বার তাহাদের নিকট দান করেন *। ইহা ব্যতীত ভরাইমেলে ও দোপোড়া দোষ দেখা যায়। যেমন বল্লালের কালে দোপোড়া দোষ অনেক স্থলে দেখা যায়, পুরা-কালের কথা দূরে থাকুক, ১৩০৬ সালে বরিশাল জিলায় একটি দোপোড়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মেল বন্ধন প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে।

সর্ব্বদ্বারী বিবাহ।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির আগমন কাল হইতে বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন এবং দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধনের কার্য্য সমাজে বিশেষরূপে প্রচলন পর্য্যন্ত শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পঞ্চ মহর্ষির সন্তান সন্ততি মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইত, উক্ত তৎকালে পুত্রগণ কি কন্যাগণ ছিল না, উহাকেই সর্ব্বদ্বারী বিবাহ কহা হইত। যে পর্য্যন্ত সর্ব্বদ্বারী বিবাহ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচলিত হইল তাবৎকাল ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীহর্ষের অধঃস্তন ২১শ পুরুষ নন্দীবর, উক্ত নন্দীবরের পুত্র দুর্গা-বর প্রভৃতির সময় হইতে সর্ব্বদ্বারী বিবাহের প্রচলন ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে †। তৎপর ধীরে ধীরে বংশজ শ্রোত্রীয় ও কুলীনগণ

* [illegible] কন্যা রাজকান্তের বিবাহিতা।
[illegible] পাণিপীড়ন [illegible]। [illegible]।

† তৎকালীন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল, হিজরী [illegible] ১০৮ সাল। [illegible] বৎসর মাত্র।

মধ্যে সামাজিক বিবাহ ও ঈর্ষা দেশে এবং ঘটক গণের ব্যবহার দোষে উক্ত সর্ব্বদ্বারী বিবাহ লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে যাহাতে পূর্ব্ববৎ উক্ত সর্ব্বদ্বারী মতে বিবাহ প্রথা প্রচলন হইতে পারে, সেই মহদুদ্দেশ্যেই এই পুস্তিকার প্রচার হইল ইহা বলাই বাহুল্য।

পুত্র-পণ।

অনেকের ধারণা আছে কন্যা বিবাহে পণ গ্রহণ করা পাপজনক কিন্তু পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করিলে তাহা কোনরূপ দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না; ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক সম্ভবতঃ প্রবীণ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন ইহা নিঃসন্দেহ। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রোক্ত বিবাহ বিধান প্রকরণে আট প্রকার বিবাহ নিয়মের যে বঙ্গানুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন প্রকরণে শাস্ত্রোক্ত এরূপ আদেশ নাই, যাহাতে পুত্রের পিতাদি অভিভাবকগণ কোন পণ গ্রহণ করিতে পারেন। আর্ষ বিবাহে যে গো-মিথুন গ্রহণের নিয়ম দৃষ্ট হয়, তাহাতেও বর পক্ষকে কোন পণ দিবার বিধান দেখা যায় না, সুতরাং পুত্রপণ যে সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিগর্হিত তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ হইতে পারে না। বিবাহ সংস্কার হিন্দু শাস্ত্রমতে একটি গুরুতর বিষয়, যদি শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে বিবাহ না হইয়া, আপনাদের স্বকপোলকল্পিত সমাজ নীতির অনুষ্ঠানমূলে এই কার্য্য যথেচ্ছাচার মতে সম্পাদিত হয়

া হইলে জ্যোতির্ব্বিদের দ্বারা পাত্র পাত্রীর শুভাশুভ নির্ণয় াহকালীন নান্দিমুখ (আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ) কুশণ্ডিকা (যজ্ঞ) াচক্র স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় যে হেতু কার্য্যটি শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রমতে সম্পন্ন না হইলে অনর্থক কন্যার উপবাস ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। রাঢ়ীয় ্মণ সমাজে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ লোপ হওয়ার পর হইতেই এই া প্রথা সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মেল বন্ধনের পর কগণ মেল অনুযায়ী ১৬৲ টাকা প্রভৃতি পণের একটা সীমা ারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য চলিত। এক্ষণ াজে যেরূপ এই পাপ প্রথার জুলুম চলিয়াছে, তাহাতে বঙ্গ- ী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ পুরাকালের রাজপুত জাতির ন্যায় বিষ্যতে কন্যা বধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও অসম্ভব নহে, ইহা তে ঘোর অধঃপতন আর কাহাকে বলে। শাস্ত্রকর্ত্তা ব্রাহ্মণ াশয়গণ নিজেরাই শাস্ত্রের বিগর্হিত মতে চলিয়া যত অনর্থের ই করিয়াছেন, নচেৎ প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের প্রণীত শাস্ত্রের ানুসারে চলিলে পুত্র-কন্যা কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার ত না। যিনি পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণ করেন, তিনিই আবার াার কন্যা বিবাহকালীন পণপর্য্যাকুলবাসে পুত্র বিবাহের টাকা- াদি লইয়া অপর পক্ষের দ্বারস্থ হন, সুতরাং জমা খরচে যখন ান থাকিতে হয়, তখন পুত্রপণ গ্রহণ না করাই সর্ব্বতোভাবে র্ত্তব্য; অবশ্য প্রত্যেকের পুত্র-কন্যা সমান থাকে না, তজ্জন্য হ কেহ আংশিক লাভবান্ হইতে পারেন, কিন্তু ইহা শাস্ত্র

বিগর্হিত বলিয়া ভগবান্ উক্ত লভ্যাংশ ভোগ করিতে অলক্ষি ভাবে এমন একটি অন্তরায়জনক ঘটনা উপস্থিত করেন, যাহাতে উক্ত লাভের চিহ্নমাত্র থাকে না; সম্ভবতঃ ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে এ বিষয় বলিতে হইবে না। আশা করি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতীয় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণও বিশেষ মনোযোগ বিধান করিয়া এই কুপ্রথার বিলোপ সাধনে অগ্রসর হইয়া অধঃপতিত বঙ্গভূমিকে পুত্রপণের দায় হইতে রক্ষা করিবেন

কন্যাপণ।

আমরা প্রমাণাদিদ্বারা পাঠকবর্গকে দেখাইতেছি যে, কন্যা বিক্রয় প্রথার মূল কারণও কৌলীন্য প্রথা। পাঠক মহাশয়গণ কথাটি পাঠ করিয়াই যেন চক্ষু মুদ্রিত না করেন।

কন্যাপণের উৎপত্তি বিবরণ আমরা বিবেক বুদ্ধিদ্বারা যতদূর জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম;—

বল্লাল সেন যখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে তাহার নির্দ্দেশিত সময় অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন, তখন তন্মধ্যে কুলীন নামধারী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে দ্বিতীয় তৃতীয় শাখা শ্রোত্রীয়, বংশজগণ কন্যাদান করিতে পারিলেই "অপরাপর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্হ হইবেন" এইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া উভয় শ্রেণী হইতেই কুলীনদিগকে ভূরি ভূরি কন্যা দান করিতে লাগিলেন। এদিকে কুলীন নামধারী ব্রাহ্মণদের

ন্যা তাহাদের শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ রহিল; সুতরাং শ্রোত্রীয়, বংশজ শাখার কন্যার অভাব হইয়া দাঁড়াইল। সংসার বশে, যাহার অবস্থা একেবারে নিঃস্ব নহে, তিনিই প্রথম শাখা কুলীনদিগকে কন্যাদান করিতে লাগিলেন। এস্থলে একটি লক্ষ্য করিতে হয় যে, উক্ত বংশজ, শ্রোত্রিয়গণেরও বিবাহ চাই ত? বিশেষতঃ বল্লালের রাজ্যখণ্ড পাঁচভাগে বিভক্ত হইলে এক বিভাগের ব্রাহ্মণগণ অপর বিভাগের ব্রাহ্মণদিগের সহিত কন্যার আদান প্রদান করিত না; যথা—রাঢ়দেশের (বর্দ্ধমান বিভাগের) ব্রাহ্মণেরা বরেন্দ্র (রাজসাহী বিভাগের) ব্রাহ্মণদিগের সহিত কন্যার আদান প্রদান করিত না; সুতরাং রাঢ়ীয় বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ পূর্ব্ব বর্ণিত প্রথম শাখা কুলীনদিগকে কন্যাদান করিয়া ঐ দুই শ্রেণী মধ্যে (বংশজ, শ্রোত্রীয়দের) অবশিষ্ট যে কন্যা অবিবাহিতা থাকিত, তাহাই শেষোক্ত দুই শ্রেণী বংশজ, শ্রোত্রীয়দের মধ্যে আদান প্রদান করিতে হইল। ইহাতে এই দুই শ্রেণী মধ্যে কন্যা অপেক্ষা বরের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িল, কাজে কাজেই বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ অর্থদ্বারা স্ত্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন এবং এই সূত্রপাত হইতেই পাপাচার কন্যা বিক্রয়ের বীজ রোপিত হইল।

ইদানীন্তন অনেক বিদ্বন্মণ্ডলী কেবল "কন্যাবিক্রয়" নিয়া সভা করিতে ও তদ্বিষয় জনসাধারণ সমীপে পুস্তিকা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না বটে, কিন্তু তাঁহারা বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন কি—ইহার মূল উৎপাটন না হইলে কদাচ আলোচিত প্রথা নিবারিত

হইতে পারে না ? মূল সহিত বৃক্ষ উৎপাটন করিলে বৃক্ষস্থ শাখ প্রশাখা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, তাহা না করিয়া পণ প্রথার মূলচ্ছেদ করিতে চাহিলে তাহা কার্য্যে কতদূর পরিণত হইবে ইহা ভবিষ্যতের গর্ভে।

দেবীবরের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইত, কিন্তু দেবীবরের অশ্রুতপূর্ব্ব "মেল বন্ধন" সৃষ্টির পরে ইহা অতীব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার মর্ম্ম এই যে—বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ আবার পৃথক্‌কৃত হন, অর্থাৎ বংশজগণ মধ্যে এরূপ একটি সংস্কারের * সৃষ্টি হইল যে, "শ্রোত্রীয়দের বংশাত্মজা কন্যা যদি বংশজগণ বিবাহ করিতে পারেন, তবে তাঁহারা যেরূপ সম্মানার্হ হন, পরন্তু শ্রোত্রীয় বংশোৎপন্ন বরের নিকট স্ববংশীয় কন্যাদান করিলে বংশজকুল নিকট তেমনি হেয় বিবেচিত হন, সুতরাং এস্থলে উক্ত শ্রেণীর কন্যাপণ আরও প্রখরতা ধারণ করিল।

অতএব বংশজ নামধারী ব্রাহ্মণদের বংশজ ও শ্রোত্রীয় ব্যতীত অপর শাখায় (কুলীনে) বিবাহ করিবার অধিকার রহিল না ; শ্রোত্রিয়গণেরও স্বশ্রেণীস্থ কন্যা ব্যতীত কুলীন ও বংশজ শাখায় কন্যা বিবাহের নিয়ম সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইল এবং তাহাদের "কুলীন" করাই যেন কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইল। সুতরাং এবম্বিধ নিয়মে "কন্যা বিক্রয়" প্রথা আরও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রমশঃ উৎসন্নের পথে তীব্রবেগে প্রধাবিত হইল।

---

* কাটাছিরা দোষের।

মহাশয়! এক্ষণ "মূলের তথ্য পাইলেন ত? কৌলীন্যপ্রথা ও কন্যাপণ প্রথা কতদূর অধর্ম্মমূলক ও দোষাবহ তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সম্যক্ বিবৃত করিবার সাধ্য নাই, তবে সামান্য বিষয় শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

যাহারা লোভবশতঃ পণ লইয়া কন্যাদান করে সেই আত্মবিক্রয়ী মহাপাতক করিয়া ঘোর নরকে পতিত হয় ও ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষকে নরকে নিক্ষেপ করে। যথা;—

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভ মোহিতাঃ।
আত্ম বিক্রয়িনঃ পাপা মহা কিল্বিষকারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চা সপ্তমং কুলং॥

উদ্বাহতত্ত্বে কাশ্যপঃ।

যঃ কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদ সংজ্ঞকং॥

ক্রিয়াযোগ সার ১৯ অধ্যায়।

যে মূঢ় লোভবশতঃ কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীশ হ্রদ নামক ঘোর নরকে গমন করে।

যে নারীকে ক্রয় করিয়া বিবাহ করা যায়, সে পত্নী নামের যোগ্যা নহে, পণ্ডিতেরা তাহাকে দাসী বলেন। যথা—

ক্রয় ক্রীয়াতু যা নারী নসাপত্ন্যাভিধীয়তে;
নসা দৈবে নসা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ।

এক্ষণ দেখিতে হইবে সেই নারী কোন স্থলে পত্নী। আসুর বিবাহের অর্থ এই যে, কন্যার শুল্ক স্বজনের নিমিত্ত কন্যা বা

কন্যার পিতৃপক্ষকে শক্ত্যনুসারে ধন দিয়া যে বিবাহ, তাহা আসুর বিবাহ বলে। উপরোক্ত বিধানের ব্যবহার অপব্যবহারে দোষ গুণানুসারে বিক্রীত, অবিক্রীত গণ্য হইবে। পুরাকা হইতে কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার, যৌতুক প্রভৃতি দেওয়ার যে বিধ আছে। ঐরূপ প্রদত্ত অর্থ—তদনুরূপ স্ত্রীধন ব্যতীত আর কিছু নহে এবং ইহাকে সৌদায়িক ধনও কহে, এ বিষয় ৮৭ পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে; আবশ্যক বোধে এখানেও পুনরুল্লেখ কর গেল। যথা;—

উঢ়য়া কন্যয়া বাপি পত্যুঃ পিতৃগৃহেহথবা।
ভর্তুঃ সকাশৎ পিত্রোর্বা লব্ধ সৌদায়িকং স্মৃতং॥
ইতি কাত্যায়ন—ব্যবস্থা সর্ব্বস্ব।

কন্যার পিতা প্রভৃতি যিনিই অভিভাবক হউন, তিনি অভিভাবকসূত্রে অর্থ গ্রহণ করিয়া যদি তদ্দ্বারা কন্যাকে কোন অলঙ্কারাদি তৈয়ার করিয়া দেন অথবা খোরাকীর জন্য তাহাকে কতক জমি খরিদ বা বিশেষ অপর কোন সম্পত্তি খরিদ করিয়া দেন, অথবা কন্যার সম্মতি মতে তদ্দ্বারা কোন ধর্ম্ম কার্য্য কি তাহার সহায়তা করেন অথবা বর্ত্তমান ইংরেজরাজের নির্দ্দেশিত কোন পোষ্টাল ব্যাঙ্কে কি অপর কোন ব্যাঙ্কে কন্যার নামে ঐ অর্থ গচ্ছিত রাখেন। মোটামোটি উক্ত অর্থ যদি কন্যার যে কোন স্বার্থের জন্য তদীয় অভিভাবক কর্ত্তৃক ব্যয়িত হয়, অথবা অভাববশতঃ কন্যা বিবাহের উপকরণাদি সংঘটন করিতে অসমর্থ হইয়া উক্ত বিবাহে ব্যয় করেন তাহা হইলে আসুর বিবাহের উদ্দেশ্য

সংসাধিত হইতে পারে এবং শাস্ত্রানুযায়ী প্রোক্ত কন্যার গর্ভজাত পুত্রও দাসীপুত্র হয় না। পক্ষান্তরে যদি কোন কন্যার পিতা বা অভিভাবক অর্থ গ্রহণ করিয়া কোন কুরূপ সঙ্গতিহীন অথবা অত্যন্ত বয়োধিক কোন নির্গুণ পাত্রে কন্যার বিবাহ দেন এবং উক্ত বিবাহলব্ধ অর্থদ্বারা আপনার পরিপোষণ করেন, তাহা হইলে এবম্বিধ স্থলে আসুর বিবাহ প্রযোজ্য হইবে না, উহা 'বিক্রয়' সংজ্ঞায় পরিণত হইবে।

বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়া যঃ পুত্রোজায়তে দ্বিজ।
স চণ্ডাল ইতিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ॥

ক্রীত নারীর গর্ভজাত পুত্র সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের অযোগ্য হয় এবং এ হেন পুত্রদ্বারা পিতৃ-পিতামহাদির শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইতে না পারায়, সে (ক্রীত নারীর গর্ভজাত পুত্র) পুত্র আখ্যাই প্রাপ্ত হইতে পারে না। পুত্র (পুৎ+ত্রৈ+ড) পিতার এ হেন পুত্রমুখ দর্শনে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধারের আশা থাকে না। ইতর জাতির ন্যায় ঐরূপ পুত্র নিয়া পাপময় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র।

শাস্ত্রে উক্ত আছে, দারা পরিগ্রহ করা পুত্র লাভের কারণ; আর পুত্র লাভের প্রধান উদ্দেশ্য পিণ্ডলাভ। অতএব যে সকল বংশজ, শ্রোত্রিয় মহোদয়গণ কৌলীন্য প্রথার পুষ্টি সাধন করিয়া আপন ভগিনী বা কন্যাটীকে কুলীন বরে অর্পণ করিয়া আপনি কলিকাতা প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশীয় রূপসীদিগের * সহিত পরিণয়-

* ভ্যার মেয়ের।

সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তৎগর্ভে পুত্রোৎপাদন করেন ; এ হেন পুত্রদ্বারা কেমন পিণ্ড লাভ হয় ? বোধ হয় এরূপ পুত্রমুখ দর্শনে বংশজ, শ্রোত্রীয় মহাত্মার এককালীন স্বশরীরে স্বর্গলাভ হয় !!

পাঠক মহাশয় এই পৈশাচিক ব্যাপারের মূল উৎপত্তির হেতু বুঝিয়াছেন কি ? হেতু সেই দেবীবরী মেল বন্ধন ও তদ্ঘটিত কন্যাগত কুল থাকার প্রথা।

সমাজের দুর্গতি কেন ?

আমাদের এতদ্দেশী হিন্দুদিগের বিশেষতঃ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "প্রথা" বলিয়া কোন একটি শব্দের সৃষ্টি হইলেই, তাহা চিরস্থায়ী হইল এবং ইহা নিবারণ করা বড়ই দুষ্কর। ১২।১৩ বৎসর যাবৎ কোনও গ্রামে কোনও একটি নূতন কার্য্য চলিয়া আসিলেই উহা প্রথা সংজ্ঞায় পরিণত হইল, এ বিষয় আমরা দুটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি ;—

একবার কোনও গ্রামে দুর্গোৎসব উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে দুটি বিড়াল গৃহস্বামীকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছিল। গৃহস্বামী ক্রোধভরে অষ্টমী পূজার দিবস বিড়াল দুটিকে বন্ধন করিয়া দেবীর ভোগের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নিরাপদে রক্ষা করিলেন। তদবধি অষ্টমী পূজার দিবস উক্ত ব্রাহ্মণের বাটীতে বিড়াল বাঁধিবার একটি "প্রথা" হইয়া দাঁড়াইল। বর্ত্তমান সময় তাহারা দারিদ্র্য-নিবন্ধন পূজা পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ বিড়াল বাঁধা চাই ;

তাহা না হইলে উঁহারা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া থাকেন। সেখানে যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার কুসংস্কারমূলক নিয়মগুলি সমাজের লোকদিগকে যে প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চীন দেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্তা মহিলাগণ লোহার জুতা পায় দিয়া পা ছোট করিয়া থাকেন। জাপানের সৃষ্ট পদযুগলকে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে সঙ্কুচিত করিয়া তথাকার রমণীগণ সুন্দরী নামে অভিহিত হন; ঐ সকল সুন্দরীগণের পরিণাম ফল এই হয় যে, তাঁহারা শেষে অপরের সাহায্য ব্যতীত হাঁটিতে পারেন না। উড়িষ্যাবাসী পুরুষগণ মস্তকের চতুর্দ্দিক মুণ্ডন করিয়া বঙ্গদেশীয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় মস্তকে চুল রক্ষা করে। পূর্ব্বে এতদ্দেশী সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোকগণ নাকে ও অঙ্গে উল্কী পরিতেন; এক্ষণ উল্কী দেওয়ার সভ্যতা উচ্চ শ্রেণী হইতে উঠিয়া গিয়া নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ক্ষৌরকারগণ এক হিন্দু সম্প্রদায়েই ধোপা, সুবর্ণ বণিক, সাহা, নমশূদ্র প্রভৃতি জাতীয় লোকদিগের ক্ষৌর কার্য্য করে না, অথচ অম্লানবদনে মুসলমানদিগের ক্ষৌর কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে এবং উহা সমাজে কোনরূপ দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় না। পূর্ব্বে বৈদ্য জাতীয় কোন কোন লোকের এরূপ কুসংস্কার ছিল যে, বৈদ্যবংশসম্ভূত মাত্রেরই মদ্যপান করিতে কোন দোষ নাই।

পল্লীগ্রামে বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে অদ্যাপি এরূপ অনেক পণ্ডিত আছেন যে, পুরাকাল হইতে তাহাদের খড় নির্ম্মিত গৃহে

তাল বৃক্ষ নির্ম্মিত ও কেহ কেহ খেজুর বৃক্ষ নির্ম্মিত আড়া ব্যবহার করেন না। তন্মধ্যে কোন গৃহস্থকে ইহার তাৎপর্য্য কি, জিজ্ঞাসা করিলে এইরূপ উত্তর পাওয়া যাইবে যে,—উহা দেওয়া আমাদের আইর্ব * নহে। পাঠক মহাশয় কি ইহাকে দেশাচার সংস্কারে পরিণত করিবেন? না কুসংস্কারের প্রসারিণী শক্তির প্রশংসা করিবেন?

এইরূপ কুসংস্কার জীবনী প্রথার অন্যতম নিদর্শন কৌলীন্য প্রথার পাপ-শৃঙ্খলদ্বারা আপনারা হাতে গলে বন্দী হইয়া যতদূর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে। যথা ;—

একবার কোন এক পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন হইয়াছিল যে, "যদি আমেরিকা মহাদেশের এণ্ডিজ পর্ব্বতশ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত না হইয়া উহার পূর্ব্ব উপকূলের অদূরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত হইত, তবে দক্ষিণ আমেরিকার কি অনিষ্ট সাধন করিত?

ইহার উত্তর এই যে,—এক্ষণেও আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে যে পরিমাণে মেঘমালা উত্থিত হইয়া আমেরিকা খণ্ডে নীত হয়, তখনও তাহাই হইত, সুতরাং পর্ব্বত শিখরে আহত হইবামাত্র সম-পরিমাণে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিত। কিন্তু এক্ষণে উহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত যে সুবিস্তৃত প্রদেশে এই বৃষ্টিরাশি বিতরিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে অতি ক্ষুদ্র ভূভাগে তাহা পতিত হইত; সুতরাং পর্ব্বত হইতে

* বিধি, নিয়ম।

পড়িবার সময় প্রচণ্ড জলপ্রপাতের ন্যায় বেগবিশিষ্ট হইয়া সম্মুখের সমস্ত উদ্ভিজ্জাদি চূর্ণ বিচূর্ণ ও উৎপাটিত করিয়া ফেলিত। এরূপ হইলে পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বীয় ভূভাগ বাসের অযোগ্য হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে পশ্চিমদিকে মেঘও যাইতে পারিত না, বৃষ্টিও পতিত হইত না ; সুতরাং উহা প্রাণশূন্য মরুভূমি হইয়া থাকিত।

বল্লাল সেন প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া ও স্বার্থান্ধ দেবীবর লুপ্তপ্রায় প্রথার পুনরুদ্ধার করিয়া, শাস্ত্রের অবমাননার ভিত্তি যে কৌলীন্য ও মেল সংস্থাপন করেন, তাহার পরিণাম ফল এই হইল যে, উপরোল্লিখিত প্রশ্নোত্তরের সঠিক ঘটনা কল্পনা করিয়া এ দিকে প্রথমতঃ বল্লালের প্রথা সংস্থাপন, দ্বিতীয়তঃ দেবীবরের 'মেলবন্ধনে' প্রথম শাখা কুলীনদিগের কন্যাসমূহ উক্ত শাখাতেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া কত শত কুলীন কুলতনয়া মরুভূমিবৎ বিশুষ্কদেহে কালের কুক্ষীগত হইয়াছেন। কতকগুলি কন্যা স্বাভাবিক ঈশ্বর প্রণোদিত ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি ঘোর পাপে নিমগ্না হইয়াছেন। অপর অপর শাখা বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ কেহ কেহ ভীষ্ম, কার্ত্তিক সাজিয়াছেন। কতকগুলি লোক নানারূপ পাপ ব্যবসায়দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ক্রীত কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। কতকগুলি আবার নীচ জাতির কন্যা (ভরার মেয়ে) বিবাহ করিয়া, আপনার ও সমাজের মস্তক চিবাইতেছেন। বোধ হয় অধিকাংশ পাঠক মাননীয় ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "তোরা দেখ এসেলো বৌ দীপের চেরাক কয়" ইত্যাদি সঙ্গীত অবগত আছেন, সমাজস্থ প্রবীণ ব্যক্তিগণ আর কতকাল মোহ-

নিদ্রায় অভিভূত থাকিবেন, যদি এক্ষণও এ দিকে দৃক্‌পাত না করেন, তবে কালক্রমে রাঢ়ীয় বংশজ, শ্রোত্রীয়ের অস্তিত্ব অচিরেই বঙ্গভূমি হইতে বিলুপ্ত হইবে।

উপসংহার।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে আমরা কাহাকেও হতসম্মান কি কাহারও লাভের হানি করিবার জন্য এই পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার করি নাই; এবং কোন ব্যক্তি বিশেষ কি সমাজের উপর দোষারোপ করাও এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান সমাজের যে কিরূপ দুরবস্থা তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন। যদি আমাদের লিখিত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ গুলির প্রতি কাহারও আস্থা না থাকে, তবে আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, তিনি যেন মনুসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, পৈঠিনষী, উদ্বাহতত্ত্ব, ক্রিয়াযোগসার এবং দেবীবরী শাস্ত্রের মিশ্রকৃত কুলগ্রন্থ, কুলরমা, কুলসারসংগ্রহ, দোষমালা, মেলমালা, সম্বন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি গ্রন্থাবলী দর্শন করেন, তাহা হইলেই সত্য-মিথ্যা অবগত হইতে পারিবেন।

যদি বলেন প্রতিকার কি? মোটামোটি প্রতিকার এই যে, যদি কুলীন মহোদয়গণ সহৃদয়তায় পরিচয় দিয়া আপনাদের স্বার্থ কতকটা সঙ্কোচিত করেন, পক্ষান্তরে বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ আপনাদের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তৎসংশোধনে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সমাজের বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হইতে পারে। যাহাদের

ন্তঃকরণে স্বর্গীয়ভাব বিদ্যমান আছে, তাহারা স্বার্থকে সামান্য তৃণের ন্যায় অবহেলা করিয়া থাকে, সমস্ত জগৎ কেন, রাজপুতনার খ্যাতনামা ধাত্রী পান্নার উদাহরণ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। নীচ বংশোদ্ভবা দাসী পান্না উদয়পুররাজের পুত্র উদয় সিংহকে বাঁচাইবার জন্য আপন গর্ভজাত পুত্রকে বনবীর সিংহের হস্তে বধ করাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে পান্না কিরূপ উক্তি করিয়াছিলেন, দেখুন ;—

স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা আছে আর
কঠোর বীরের ধর্ম সাধে সেই জনে।
আত্ম পরিজন স্নেহ তুচ্ছ তার কাছে
স্থির এক লক্ষ্য মাত্র মহত্ত্ব সাধনে॥

দেখুন ত? ইহাকে মানবী—দাসী—দেবী—ইহার কোন্ শব্দে সম্বোধন করা উচিত? মুগ্ধস্বভাব বংশজ, শ্রোত্রিয়দের মেয়েটির পাণিগ্রহণ করিলে, বৎসর দু' দশ টাকা বার্ষিক ইত্যাদি পাওয়া যাবে, এই অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের জন্য যত কুলীন মহোদয়গণ বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল প্রথার শৃঙ্খলা সাধন করিতে বড়ই নারাজ হইয়া থাকেন ;—বংশজ, শ্রোত্রীয় মহাশয়দের আর কথা কি?

অনেক মোহান্ধ বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ আপন ভ্রাতা বা পুত্রের বিবাহ ব্যাপার মনে করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "যদি গবর্ণমেণ্ট পণগ্রহণনিবারণ সম্বন্ধে কোন এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেন, তবে বড়ই ভাল হইত" পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহারা কতদূর বিভ্রান্ত ও কিরূপ অসদ্বিবেচক! ইহাদের এইটুকু চিন্তা নাই যে, কৌলীন্য প্রথা একক্লাশীন, সুবিধাজনক অথবা

কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপক দেবীবর যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশ মহম্মদীয় শাসন অন্তর্গত ছিল। বিশেষতঃ সেন কুল প্রখ্যাতি মোসলমানদিগের রাজত্ব সময় নির্মূল হইয়াছিল ; তৎকালে বঙ্গদেশ একরূপ অরাজক ছিল ; সুতরাং তৎসাময়িক লোকসমূহ প্রায়শঃই সভয় অন্তঃকরণে বাস করিত, প্রাচীন সংস্কারবশতঃ ঘটকদিগের সাধারণতঃ আধিপত্য কিছু বর্দ্ধিত ছিল ; এই পুস্তিকার প্রথমে তৎসম্বন্ধে ২।৩টি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। স্বার্থান্ধ ঘটক মহোদয়গণ স্ব স্ব প্রভুত্ববলে প্রাচীন আচার নিষ্ঠ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলকে এরূপে পাপ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, কালক্রমে রাঢ়ীয় বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ ঐরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে থাকিতে, পুরুষ পরম্পরা অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। দেবীবরের জীবিতকালীন কি তৎপর যাহারা স্মৃতিশাস্ত্রীয় উদ্বাহতত্ত্ব পড়িয়া স্মৃতিরত্ন হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য ইহা বিদিত ছিলেন যে, অবিবাহিতা রজঃস্বলা যুবতীর হস্তস্থিত জল গ্রহণে ঘোর নরকে যাইতে হয় এবং বোধ হয় ইহাও অবগত ছিলেন যে, অবিবাহিতা রজঃস্বলা যুবতীকে যে ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন, তিনি অশ্রাদ্ধেয় ও অপাংক্তেয় (অর্থাৎ তাঁহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না এবং তাঁহাকে লইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিবে না), কিন্তু শাস্ত্রের শাসন [illegible] থাকুক তাহাতে কি হইবে ; দুর্বল রাঢ়ীয় শ্রেণী [illegible]

দুই চারিজন কুসংস্কারাপন্ন প্রতিবেশীর কথার নৃত্য না করিয়া একটু ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিতাম, কন্যাটি কি ভগিনীটির ধর্ম্ম সঙ্গত সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম, তাহা হইলে আর আমাদিগকে পদদলিত ও ব্রাহ্মণ্যদেবকে বিদায় দিতে হইত না, তুমি আমাকে সদুপদেশ দিতে আসিয়া এই কথা বল ;—"দেখ হে ! শাস্ত্রানুসারে এবং ধর্ম্মসঙ্গত মেয়ের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিবে, না তিলক বাঁরুয্যা ও শ্যামাচরণ ঘটকের কথা মত চলিবে ?" আমি কথা সমাপ্তি না হইতেই উত্তর করি —"অবশ্য তিলক বাঁরুয্যা কুলীনের সন্তান, তাঁহার কথাই রাখিব ?" কিন্তু আমার এরূপে বুদ্ধি চলিবে না যে, শাস্ত্রটা একটু বিচার করিয়া দেখি না কেন ? অথবা কুল কুল করিয়া মেয়েকে অকূল সাগরে না ডুবাইয়া ধর্ম্মজ্ঞানসংযত প্রয়োজনায় অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম কোন যুবকের কাছে দেই না কেন ? কিন্তু দেখিবে, আমি বাঁরুয্যার কথাই রক্ষা করিব ; আমি তাহাদিগকেই ষোড়শোপচারে পূজা করিব, ভগ্নী বা কন্যাটিকে আমি কামপত্নী করিয়াই দিব, তবু তোমার শাস্ত্রসঙ্গত উপদেশের দিকে কর্ণপাতও করিব না ; পক্ষান্তরে আমি যদি অনেক শিক্ষিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে দেখিবে, তোমাকে গালাগালি রূপ দুচারটি মিষ্ট বাক্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিব।

কুলীন কন্যার অভিমানে বহুতর বংশজ, শ্রোত্রীয় যে উৎসন্ন গিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; বরিশাল জিলাবাসী বহুতর সম্পত্তিশালী বংশজ, শ্রোত্রিয়গণ শুধু

ইয়ত্তা করা যায় না। মহাত্মা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং গাহিয়াছিলেন ;—

রাসবিহারী কয় মাটী ফাট, আমি যাব
তোমার তলে, (তখন) ধরণী কয় কিরূপ ফাটি
গলিত তোমার নয়ন জলে॥

এক্ষণ আমরা বলি, কুলীনগণ মেলবন্ধন সৃষ্টির পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদ্বারী মতে কান্যকুব্জাগত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চকের ৫ গোত্র মধ্যে পরস্পর কার্য্য করিতে প্রথমতঃ একান্ত অপরাগ বিবেচনা করিলে, আপনাদের মধ্যে অন্ততঃ ৩৬টি মেল ভাঙ্গিয়া যাহাতে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান করিতে পারেন, তদ্বিষয় বদ্ধপরিকর হউন। আর যেন সেই মেলের কুহকে পড়িয়া ভগিনী ও কন্যা গুলিকে আজীবন মাতুলালয় পরিচারিকার কার্য্যে নিয়োজিত না করেন, আর যেন বৃষলী করিয়া না রাখেন, আর যেন কামপত্নী করিয়া না দেন, আর যেন নামে মাত্র বিবাহিতা রাখিয়া বিধবা কন্যার ন্যায় পিত্রালয় বা মাতুলালয়ের গৃহ আলোকিত না করেন, আর যেন তাঁহাদের নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জনের সুযোগ না দেন।

অবশেষে রাঢ়ীয় বংশজ শ্রোত্রীয় মহোদয়গনের নিকট গল-লগ্নীকৃতবাসে কাতর বচনে অশ্রুসিক্তলোচনে পুনঃ পুনঃ নিবেদন এই যে, আপনারা বহুদূর সুখভোগ করিয়াছেন; তাহাই যথেষ্ট আর যেন কুল কুল করিয়া অকুলসাগরে নিমগ্ন না হন; এই মাত্র প্রার্থনা যে, একটু ভাল মন্দ বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন, শুধু যেন ঠাকুরদাদার দোহাই দিয়া ও হুজুকে নাচিয়া আপন

য়ুক্ত আপনি কুঠারাঘাত না করেন। ধর্ম্মজ্ঞান সংযত প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম ও বিদ্যাবত্তাযুক্ত যুবকের নিকট আপন ভগিনী বা কন্যারত্ন সমর্পণ করিয়া মেয়েটিকেও সুখী করুন এবং আপনিও সপরিবারে চিরকাল সুখশান্তিতে কালযাপন করুন। অল্পকাল পরেই দেখিতে পাইবেন আপনি পূর্ব্বাপেক্ষা শান্তিতে বাস করিতেছেন, পূর্ব্ববৎ সম্মান লাভ করিতেছেন, শান্তি দেখিয়া মা লক্ষ্মী আপনার সংসারকে সোণার সংসার করিয়া তুলিয়াছেন! "যতো ধর্ম্মঃ স্ততো জয়" এ কথা চলিয়াছে, চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে, ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবেন। উদ্দেশ্য যাহার সাধু স্বয়ং ভগবান্ তাহার সহায় হন, ইহা বেদবাণী। ভগবান্ জয়যুক্ত হউক, দয়াময় হরি আপনার মঙ্গল করুন! ওঁ হরি।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের আদেশ মাননীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত।

(মূল পুস্তক ৮ম পৃষ্ঠা)।

No. 961.

Extract from the proceeding of the Government of India in the Home department.

(PUBLIC)

Under date Simla the 7th. June 1875.

Read memorials dated 3rd. August 1874 and 20th. January 1875 respectively from Babu Rash Behari Mukherjee and others residents in the District of Dacca and from Babu Madhab Narain Roy Chowdhury and others residents in the District of Backergunge, Praying that legal measures may be adopted for the abolition of the system of Palygamy prevalent among Hindus in Bengal more especially among the Koolin Brahmns.

Resolution. "The Governor General in council while entirely sympathizing with the object which the memorialists have in view, considers that it is one which must mainly be attained by social actions

mong all classes of Hindus, and that legislation on
bject would only be mischievous if it were not in
cordance with the feelings and practice of a large
ajority of the peaple.

No. 962—63.

Ordered that a copy of this order is Resolution forworded to Babus Rash Behari Mukherjee and dhab Narain Ray Chowdhury for in formation.

True Extracts

(Sd) Plauden

For offg. Secy. to the

Government of India.

To

Babu Rash-Behari Mukherjee.

কুলীনগণের পঞ্চ বিংশতি কুলঘাতকদোষ।

(১) অকৃতি (আদান প্রদান রহিত)। (২) রক্ষিতা গমন।
) জীবিতে পিণ্ড দান; (৪) স্বযোনা। (৫) ক্লিষ্ট। (৬)
দিদগ্ধা। (৭) বলাৎকার। (৮) পোষ্যপুত্র গ্রহণ (দত্তক)।
) ব্রহ্মহত্যা। (১০) অস্থাঙ্ক। (১১) কুষ্ঠ। (১২) ষণ্ড। (১৩)
চ বিবাহ। (১৪) নাস্তিক। (১৫) ত্যাজ্য পুত্র। (১৬) বিপর্যায়।
১৭। অন্য পূর্বা। (১৮) বয়োজ্যেষ্ঠা। (১৯) মাতৃ নাম। (২০)
গোত্র। (২১) দুষ্টা কন্যা। (২২) অঙ্গহীন। (২৩) কাম
৪) কুজ। (২৫) বাগদত্ত।

যে যে গোত্রে ও যে বংশে যতটী মেল হইয়াছিল তাহার তালিকা।

গোত্র	বংশ	সংখ্যা	মেলের নাম।
শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	১০	(১) সর্বানন্দী (২) বল্লভী (৩) আ... শেখরী (৪) বাঙ্গাল পাশী (৫) ছায়ানর... (৬) মাধাই (৭) শুভরাজখানী (৮) ... পণ্ডিতী (৯) চাঁদাই (১০) ভৈরব ঘটকী
ভরদ্বাজ	শ্রীহর্ষ	১২	(১১) ফুলিয়া (১২) খরদহ (১৩) পণ্ডিত... (১৪) চন্দ্রবতী (১৫) সদানন্দখানী ... গোপাল ঘটকী (১৭) মালাধরখানী ... শ্রীবর্দ্ধনী (১৯) প্রমোদনী (২০) ... ঘটকী (২১) আচম্বিতা (২২) সুরেন্দ্র মল্লিক...
কাশ্যপ	দক্ষ	৮	(২৩) বিদ্যাধরী (২৪) বালী (২৫) ... (২৬) দেহাটা (২৭) চট্টরাঘব (২৮) ... মজুমদারী (২৯) কাকুৎস্থী (৩০) পারি...
বাৎস্য	ছান্দর	৫	(৩১) সুরাই (৩২) শ্রীরঙ্গ ভট্টি—পূতি... বংশে ২টী (৩৩) রায়—কাঞ্জিবিল্ল বংশে ... (৩৪) ধরাধরী (৩৫) রাঘবঘোষা... ঘোষাল বংশে দুইটী।
সাবর্ণ	বেদগর্ভ	১	(৩৬) নড়িয়া মেল।